প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৫ ◆ ২৯ সেপ্টেম্বর - ৫ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

স্মৃতি তুমি বড়ই মধুময়

বান্দুরা সেমিনারী- স্মৃতি যেখানে ফ্রেমে বাঁধা

শতবর্ষের পথে বান্দুরা ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারী

পিতার গৃহে ১২তম বছর

**"মরণ সাগর পারে তোমরা অমর,
তোমাদের স্মরি"**

মৃত্যু মানে কেবলই একটা জীবনের ইতি, একটা শরীরের পরিসমাপ্তি। তা কখনোই সম্পর্কের শেষ নয়।

প্রয়াত মিতালী মেরীলিন কস্তা
জন্ম: ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ
প্রয়াণ: ১ অক্টোবর, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

মা মিতালী, সময়ের আবর্তনে পেরিয়ে গেছে ১২টি বছর, তুমি আমাদের ছেড়ে পিতার স্নেহাশ্রয়ে পরম দেশে চলে গেছো। তুমি আমাদের মাঝে নেই তা আজও মেনে নিতে কষ্ট হয়। তোমার স্থান আজও কেউ পূরণ করতে পারেনি। তোমার শূন্যতা ও অভাব আমরা প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করি। তোমার স্মৃতি বিজড়িত মুহূর্তগুলো মনে করে চোখের কোণে অশ্রু জমে। তোমার অপরিসীম ভালবাসা, সেবাযত্ন, শাসন প্রতিনিয়তই আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে। বিশ্বাস করি তুমি স্বর্গে আছো। স্বর্গ থেকে প্রার্থনা করো, যেন আমরা জীবন শেষে তোমার সাথে পরম করুণাময় ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি। "আসলে তাদের মৃত্যু নেই, কেননা তারা স্বর্গদূতদেরই মতো, আর পুনরুত্থানে সঞ্জীবিত বলে তারা ঈশ্বরের-ই সন্তান।" (Luke 20:36) তোমার আত্মার চিরশান্তি কামনায় –

তোমারই শোকাহত বাবা-মা
সুনীল সেলেষ্টিন কস্তা ও মঞ্জু মারিয়া কস্তা
৩৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

খ্রিষ্ট/২২৭/২৪

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম **জেরী প্রিন্টিং প্রেস**

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
যোসেফ ইভান্স গমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ৩৫
২৯ সেপ্টেম্বর - ০৫ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
১৪ আশ্বিন - ২০ আশ্বিন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

ক্ষুদ্রতা ও নিঃস্বতা চর্চা মহত্ত্বের পরিচয়

জগতের স্বাভাবিক নিয়মে বেশিরভাগ মানুষই যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি প্রভৃতি অর্জনের জন্য বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টা ও প্রচুর পরিশ্রম করে। সেগুলো অর্জনে সফল ব্যক্তিদেরকে অনেকেই প্রশংসা বা হিংসা করে। আবার খুব অল্প সংখ্যক মানুষ আছে যারা যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি ছেড়ে নিঃস্বতা ও ক্ষুদ্রতা চর্চা করে সকলের কাছে মহৎ হয়ে ওঠে জগতে আলো বিকিরণ করে চলেছেন। সেই অল্প সংখ্যক আলোকদীপ্ত মানুষের মাঝে ক্ষুদ্রতায় 'ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা' ও নিঃস্বতায় 'আসিসির সাধু ফ্রান্সিস' জ্বলজ্বল করছেন। ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার প্রতিপালনে থেকে ছোট ছোট কিশোরদের বিশুদ্ধ মনে নিঃস্বতার জীবনকে আলিঙ্গণ করার চলমান প্রচেষ্টার শতবর্ষের যাত্রাপথে সহযোগীর ভূমিকা পালন করে চলেছে বান্দুরা ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারী।

ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা একটি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। বড়দের সুআদর্শ দেখে ও যিশুর ভালোবাসা কিছুটা অনুভব করেই ১৬ বছরের কিশোরী তেরেজা বিশেষ অনুমতি নিয়ে কার্মেল ধর্মসংঘে প্রবেশ করেন। কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও প্রার্থনাশীলতার মধ্যদিয়ে নিজেকে নিবেদিত করার জন্য নিজেকে গড়ে তুলতে থাকেন। অসুস্থতাও তাকে ব্রতীয় জীবনে প্রবেশে বাঁধা হয়ে উঠতে পারেনি। শিশুকাল থেকেই তার আকাঙ্খা ছিল সাধ্বী হয়ে ওঠার। আর ছোট ছোট কাজগুলো গভীর ভালোবাসা দিয়ে করার মধ্যদিয়েই তিনি তার লক্ষ্যে অবিচল থাকেন। কার্মেল সংঘের সভ্যা হয়ে তিনি বলেন, "আমি কার্মেল ধর্ম সংঘে এসেছি আত্মাদের মুক্ত করতে এবং যাজকদের জন্য প্রার্থনা করতে।" তিনি যিশুর কাছে সর্বদাই প্রার্থনা করতেন যেন তার ক্ষুদ্র ফুল হতে পারেন। কোন আত্মাই যেন ধ্বংস না হয়। তিনি ছিলেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথ অনুসরণকারি একজন সাধ্বীরই মতো। তিনি বলতেন "শূন্য নিজে থেকে কোন মূল্য নেই, কিন্তু শূন্যের পাশে কোন সংখ্যা বসালে সেটি অর্থবোধক হয়।" মহামান্য পোপ একাদশ পিউস ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে তেরেজাকে সকল প্রেরণকর্মীদের প্রতিপালিকা রূপে আখ্যায়িত করেন। পরে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় জন পল তাকে মণ্ডলীর আচার্য উপাধিতে আখ্যায়িত করেন। সাধ্বী তেরেজা স্বর্গীয় উদ্যানে এক সুরোভিত গোলাপ হয়ে ফুটে আছেন। তার প্রতিদিনের ছোট ছোট কাজ ও প্রার্থনা ছিল যিশুর চরণে নিবেদিত এক একটি ফুল যা তিনি প্রতিদিন উৎসর্গ করতেন। সংসারের ছোট ছোট কাজগুলি তিনি যত্নের সাথে করতেন। ঈশ্বরের গৌরবের জন্য ছোট কাজ গভীর ভালোবাসা দিয়ে করার মধ্যেই ছিল তার আনন্দ। তার আধ্যাত্মিকতা হলো ক্ষুদ্রপথ। তিনি শিখিয়েছেন, ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে চাইলে কোন অলৌকিক শক্তির প্রয়োজন নেই। শুধু চাই দৈনন্দিন কাজে যিশুর কাছে শিশু সুলভ সরল আত্মসমর্পণ, নম্রতা, সরলতা ও দীনতা। জীবনের ছোট ছোট গুনগুলোই তাকে বড় করে তুলেছে। তার জীবনের ক্ষুদ্র পথের তিনি দেখিয়েছেন সাধু-সাধ্বী হওয়া খুব কঠিন নয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবন সাধনায় আমরাও হতে পারি সাধু-সাধ্বী যদি আমরা ছোট এবং সাধারণ কাজ করি বড় ভালোবাসা নিয়ে।

সাধু ফ্রান্সিস মনে প্রাণে একজন প্রার্থনাশীল, আধ্যাত্মিক ও পরোপকারী মানুষ ছিলেন। যিশুর নম্রতার আদর্শে বিমুগ্ধ ফ্রান্সিস নিজের ধনিক মর্যাদা থেকে ইচ্ছা করেই নমিত হয়ে হলেন দীন। আর এই দীনতাই তাকে করেছে ঐশ্বর্যময়। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর নির্ভরশীলতা, দীন-দুঃখী-রোগি ও প্রকৃতির প্রতি নিখাঁদ দরদবোধের কারণে তিনি হয়ে ওঠেন শান্তির দূত। তাঁর নিঃস্বতার আদর্শে বলীয়ান হয়ে এখনো অনেকে নিজেদেরকে নিবেদিত করতে চান সমাজে ও মণ্ডলীতে শান্তির দূত হয়ে ওঠতে।

শান্তির দূত রূপে গড়ে তোলার একটি প্রাথমিক ক্ষেত্র হলো বান্দুরা ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারী, যা শতবর্ষের পথে এক ঐতিহাসিক সময়ের মাহেন্দ্রক্ষণে। সময়ের গণনায় নয় কিন্তু ঈশ্বরের অনুপ্রেরণাতেই এর যাত্রা ও শ্রীবৃদ্ধি সংগঠিত হচ্ছে। মানুষ গড়ার এই প্রতিষ্ঠানটিতে ঐশ আহ্বানে আহূত হয়ে কত শত যুবক আধ্যাত্মিক গঠন পেয়ে প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে নিরলস কাজ করে চলেছে। অন্যদিকে যারা যাজক হতে পারেননি তারাও অনেকে আলোকবর্তিকা হয়ে জ্যোতি ছড়াচ্ছেন। এটা সম্ভব হয়েছে সেমিনারীতে ক্ষুদ্র পরিসরে নিয়মানুবর্তিতা ও সততার যে গঠন তারা পেয়েছেন তার জন্যই। স্থানীয় বিশপ ও শ্রদ্ধেয় ফাদার ডেলোনীর তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত বান্দুরা ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজার সেমিনারীর শত বর্ষের যাত্রাকে ঘিরে বাংলাদেশ মণ্ডলীতে শুধুমাত্র উৎসব নয় ক্ষুদ্রতা ও নিঃস্বতা চর্চার সংস্কৃতিতে আরও একটু মনোযোগ আসুক। কেননা ক্ষুদ্রতা ও নিঃস্বতা চর্চা হীনতা বা দীনতা নয় মহত্ত্বের পরিচয়। †

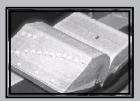

"যে আমাদের বিপক্ষে নয়, সে আমাদের সপক্ষে। বাস্তবিকই যে কেউ তোমাদের খ্রীষ্টের লোক বলে এক ঘটি জল খেতে দেয়, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সে কোনমতে নিজের মজুরি বঞ্চিত হবে না।" (মার্ক ৯ ঃ ৪০-৪১)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

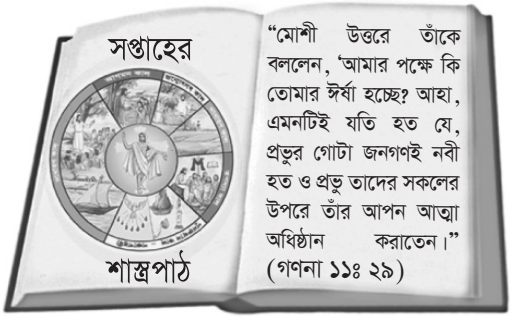

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ
২৯ সেপ্টেম্বর - ০৫ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

২৯ সেপ্টেম্বর, রবিবার
গণনা ১১: ২৫-২৯, সাম ১৯: ৭, ৯, ১১-১৩, যাকোব ৫: ১-৬, মার্ক ৯: ৩৮-৪৩, ৪৫, ৪৭-৪৮

৩০ সেপ্টেম্বর, সোমবার
সাধু যেরোম, যাজক ও আচার্য, *স্মরণদিবস*
যোব ১: ৬-২২, সাম ১৭: ১-৩, ৬-৭, লুক ৯: ৪৬-৫০

০১ অক্টোবর, মঙ্গলবার
বালক যীশু ভক্তা সাধ্বী তেরেজা, কুমারী ও আচার্য, *স্মরণদিবস*
যোব ৩: ১-৩, ১১-১৭, ২০-২৩, সাম ৮৮: ১-৭, লুক ৯: ৫১-৫৬
অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:*
ইসা ৬৬: ১০-১৪গ (বিকল্প: ১ করি: ২৬-৩১) সাম ১৩১: ১-৩, মথি ১৮: ১-৫

০২ অক্টোবর, বুধবার
পুণ্য রক্ষীদূতগণ, *স্মরণদিবস*
যাত্রা ২৩: ২০-২৩, সাম ৯১: ১-৬, ১০-১১, মথি ১৮: ১-৫, ১০

০৩ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
যোব ১৯: ২১-২৭, সাম ২৭: ৭-৯, ১৩-১৪, লুক ১০: ১-১২

০৪ অক্টোবর, শুক্রবার
আসিসির সাধু ফ্রান্সিস, *স্মরণদিবস*
যোব ৩৮: ১, ১২-২১; ৪০: ৩-৫, সাম ১৩৯: ১-৩, ৭-১৪, লুক ১০: ১৩-১৬ অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:*
গালা ৬: ১৪-১৮, সাম ১৬: ১-২, ৫, ৭-৮, ১১, মথি ১১: ২৫-৩০

০৫ অক্টোবর, শনিবার
সাধ্বী ফাউস্তিনা কভালস্কা, চিরকুমারী
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রিষ্টযাগ
যোব ৪২: ১-৩, ৫-৬, ১২-১৬, সাম ১১৯: ৬৬, ৭১, ৭৫, ৯১, ১২৫, ১৩০, লুক ১০: ১৭-২৪

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৯ সেপ্টেম্বর, রবিবার
+ ২০০৫ ফা. পিয়েত্রো এদমন্দো লামান্না, এসএক্স (খুলনা)

৩০ সেপ্টেম্বর, সোমবার
+ ২০০০ সি. এম. ফ্রান্সিলিয়া ম্যাগী, সিএসসি

০১ অক্টোবর, মঙ্গলবার
+ ২০২১ সি. মেরী ফ্রান্সিস্কা, এসএমআরএ (ঢাকা)

০২ অক্টোবর, বুধবার
+ ১৯৪৫ বিশপ তিমথি জন ক্রাউলী, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৬৯ সি. লরেট ভার্ভিয়ে, সিএসসি
+ ২০১৪ ফা. গ্রেগরিও স্কিয়াভি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০১৭ সি. জুলিয়েট মার্গারেটা মেন্ডেজ, এলইচসি (বরিশাল)

০৩ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৫৭ ফা. চেসারে কাত্তানের, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০১৮ সি. মেরিলীন, এসএমআরএ (ঢাকা)

০৪ অক্টোবর, শুক্রবার
+ ২০০৯ সি. ডেলফিনা রোজারিও, সিআইসি (দিনাজপুর)

০৫ অক্টোবর, শনিবার
+ ১৯৯৩ সি. মেরী আইরিন, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০০৯ ফা. জভান্নি আব্বিয়াতি,এসএক্স (খুলনা)
+ ২০১৯ সি. মারী টুডু, এসসি (রাজশাহী)

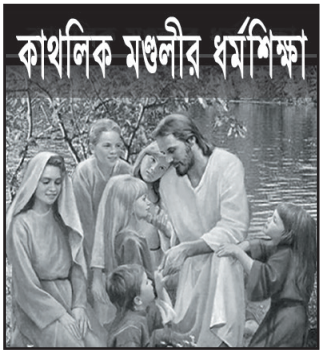

তৃতীয় খণ্ড
খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন
(মানব ব্যক্তির মর্যাদা)

আশা

১৮১৭ আশা এমন একটি ঐশতাত্ত্বিক গুণ, যার দ্বারা আমরা আমাদের সুখ হিসাবে ঐশরাজ্য ও শাশ্বত জীবনের বাসনা করি, এর জন্য খ্রীষ্টের প্রতিশ্রুতির ওপর আমরা আস্থা রাখি, আমাদের নিজেদের শক্তির উপর নয়, বরং পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের সহায়তার ওপর নির্ভর করি। "এসো, অটল হয়ে আমাদের প্রত্যাশার স্বীকারোক্তি আকড়ে ধরে রাখি, কারণ যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি বিশ্বস্ত।" "এই আত্মাকে তিনি আমাদের উপর প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ করেছেন আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে, যেন তাঁরই অনুগ্রহে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে উঠে আমরা প্রত্যাশা অনুসারে অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারি ।

১৮১৮ আশা গুণটি আমাদের সেই সুখের আকাঙ্ক্ষা পূরণে সাড়া দেয়, যা ঈশ্বর নিজেই প্রত্যেক মানুষের অন্তরে স্থাপন করেছেন; এটির মধ্যে সেই আশাগুলোও অন্তর্ভুক্ত যেগুলো মানুষের কাজ-কর্মকে অনুপ্রাণিত ও পবিত্রীকৃত করে যাতে ঐশরাজ্যে সেগুলো স্থান পায়; এটি মানুষকে নিরাশা থেকে মুক্তি দেয়; পরিত্যক্ত অবস্থার সময়ে তাকে বহন করে; অনন্তসুখের প্রত্যাশায় তার হৃদয় উন্মুক্ত করে। আশায় প্রাণবন্ত হয়ে সে সমস্ত স্বার্থপরতার হাত থেকে রক্ষা পায়, ও চালিত হয় সেই সুখের দিকে যা প্রবাহিত হয় ভালবাসা থেকে।

১৮১৯ খ্রীষ্টীয় আশা মনোনীত জাতির প্রত্যাশা পুনর্ব্যক্ত করে ও তা পূর্ণ করে। সেই আশার উৎস ও আদর্শ হচ্ছে আব্রাহামের আশা; আব্রাহাম অজস্রভাবে আশীর্বাদিত হয়েছিলেন ঈশ্বরের সেই প্রতিশ্রুতির দ্বারা, যা পূর্ণ হয়েছে ইসাহাকের মধ্যে; এবং ঈশ্বর আব্রাহামকে বলি-উৎসর্গের পরীক্ষার দ্বারা পবিত্রীকৃত করেছিলেন। "আশা না থাকলেও আশা রেখে আব্রাহাম বিশ্বাস করলেন যে, তিনি বহু জাতির পিতা হবেন।"

১৮২০ খ্রীষ্টীয় আশা প্রকাশিত হয়েছে যীশুর প্রচারকার্য্যের শুরুতেই 'সুখ-পন্থা'সমূহ ঘোষণার মধ্য দিয়ে। 'সুখ-পন্থা' সমূহ আমাদের আশাকে উত্তোলিত করে স্বর্গের দিকে, নতুন প্রতিশ্রুত দেশরূপে; সেগুলো রচনা করে যীশুর শিষ্যদের জন্য অপেক্ষমান সেই পথ যা পরীক্ষাসমূহের দ্বারা চিহ্নিত। কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের ক্ষমতার গুণে ও তাঁর যাতনাভোগের কারণে, ঈশ্বর আমাদের রাখেন সেই প্রত্যাশার মধ্যে, যে "প্রত্যাশা... ছলনা করে না।" আশা হল "দৃঢ় একটা নোঙর...., যেখানে যীশু আমাদের হয়ে অগ্রগামীরূপে প্রবেশ করেছেন। তাছাড়া আশা এমন একটা রণসজ্জা যা পরিত্রাণ লাভের সংগ্রামে আমাদের রক্ষা করে: "আমাদেরকে... বিশ্বাস ও ভালবাসার বর্মে সজ্জিত হওয়া ও পরিত্রাণদায়ী আশার শিরস্ত্রাণ মাথায় রাখা চাই।" পরীক্ষা-কষ্টের মধ্যে ও আশা আমাদের আনন্দ দান করে: "আশায় আনন্দিত হও, দুঃখ-কষ্টে সহিষ্ণু হও।" আশার প্রকাশ ঘটে ও পুষ্টিলাভ হয় প্রার্থনার মধ্য দিয়ে, বিশেষতঃ "আমাদের পিতা" প্রার্থনায়, যা আমাদের সকল বাসনার সারসংক্ষেপ, এবং আশা আমাদের সেই দিকে চালিত করে।

১৮২১ অতএব, যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে ও তাঁর ইচ্ছা পালন করে, তাদের নিকট তাঁর প্রতিশ্রুত স্বর্গীয় মহিমা আমরা আশা করতে পারি। প্রতিটি অবস্থায়, আমাদের প্রত্যেককেই আশা রাখতে হবে যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহের সহায়তায় "শেষ পর্যন্ত" স্থির থাকতে পারি, এবং খ্রীষ্টের অনুগ্রহের আশ্রয়ে সম্পাদিত সৎ কর্মের জন্য, ঈশ্বরের শাশ্বত পুরস্কারস্বরূপ সেই স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করতে পারি। আশা নিয়ে খ্রীষ্টমণ্ডলী প্রার্থনা করে: "সকল মানুষ যেন পরিত্রাণ পায়।" সে তার বর খ্রীষ্টের সঙ্গে, স্বর্গীয় গৌরবে মিলিত হওয়ার প্রত্যাশায় ব্যাকুল হয়ে থাকে:

আশা কর, হে আমার আত্মা, আশা কর। তুমি তো সেই দিনটিও জান না, সেই ক্ষণটিও জান না। তাই তুমি সতর্ক হও, কারণ সব কিছুই অতি দ্রুত চলছে, যদিও তোমার অধৈর্য নিশ্চিতকে সন্দেহ করে, আর ক্ষণিক মুহূর্তকে দীর্ঘায়িত করে। স্বপ্ন দেখ যে, যতই তুমি সংগ্রাম কর, তার চাইতে তো বেশী তুমি তোমার ভালবাসা প্রমাণ কর, ঈশ্বরকে তো তুমি ধারণ কর; কত না বেশী তুমি একদিন তোমার প্রিয়তমের সঙ্গে আনন্দ করবে এমন সুখ ও পরম উল্লাসের মধ্যে, যা কোনদিন শেষ হয়ে যাবে না।

ফাদার সুব্রত টি. কস্তা

সাধারণকালের ২৭শ রবিবার

১ম পাঠ: আদি ২ঃ ১৮-২৪
২য় পাঠ: হিব্রু ২ঃ ৯-১১
মঙ্গলসমাচার: মার্ক ১০ঃ ২-১৬

প্রথম পাঠে আমরা দেখি ঈশ্বর নিজ প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করে ভালোবাসার উদ্যান এদেনে রাখলেন। মানুষের জন্য যাকিছু প্রয়োজন তিনি সবই দিলেন। এমনকি আকাশের পাখি, প্রান্তরের সমস্ত জীব-জন্তু, গবাদি পশু, সবই। তারপরও মানুষের একাকিত্ব গেল না। সৃষ্টিকতা পিতা ঈশ্বর অনুভব করলেন, 'মানুষের একা থাকা ভাল নয়।' তাই তিনি হবাকে সৃষ্টি করলেন এবং আদমকে দিলেন সঙ্গীরুপে। নিজের সঙ্গী হবাকে পেয়ে আদম উচ্ছসিত হল; তার নাম দিলো 'নারী' এবং গ্রহণ করল নিজের পরিপূরক হিসাবে।

দ্বিতীয় পাঠে আমরা গভীরভাবে উপলব্দি করি প্রভু যিশু আমাদেরকে পিতা ঈশ্বরের সন্তানত্বের অধিকারী করে তাঁর ভাই হিসাবে স্বীকৃতি দিতে কুন্ঠিত হননি। এমনকি নিজে ক্রুশীয় যন্ত্রনাময় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাদের পবিত্র করে তুলেছেন।

মঙ্গলসমাচার আমাদের সামনে একটি চিত্র উপস্থাপন করে যা কিনা আমাদের বর্তমান সময়েও প্রায়ই অভিজ্ঞতা করি। এখানে আমরা দেখি কয়েকজন ফরিসি যিশুকে যাচাই করবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করছেন স্ত্রীকে বিধানানুসারে ত্যাগ করা যায় কিনা? তাদের মনের উদ্দেশ্য হলো যিশুকে ফাঁদে ফেলা। যীশু যদি হ্যাঁ সূচক উত্তর দেন, তাহলে তারা যিশুকে ঈশ্বরের বিধান লঙ্ঘন করার ফাঁদে ফেলে দোষী সাব্যস্ত করবে। কারণ, ঈশ্বর মানুষকে পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করেছেন যেন তারা একদেহ হয়ে উঠে। ঈশ্বরের সৃষ্টিকাজে অংশগ্রহণ করে। তাই, যিশু তাদের ফাঁদে পা দেননি। তিনি জানেন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক একটি চিরন্তন পবিত্র বন্ধন। পুরুষ ও নারীর এই বন্ধন স্বয়ং ঈশ্বর রচনা করেছেন। যার ভিত্তি বিশ্বাস ও ভালোবাসা। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক যুবক ও যুবতীর হৃদয়গঠিত ভালবাসা, মনো-দৈহিক চাহিদা পূরণ ও দাম্পত্য প্রেমে আজীবন বিশ্বস্ততায় ভালোবাসার মর্যাদা টিকিয়ে রাখার নিশ্চয়তায় এই সম্পর্ক তৈরী করে। যার মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের সৃষ্টিকে যত্ন নেয়, লালন-পালন, সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করে। ঈশ্বরের কাজে অংশগ্রহণ করে সহসৃষ্টিকারী হয়ে উঠে। শাস্ত্রী, ফরিসিদের মতো মনোভাব নিয়ে ঈশ্বরের এই মহান কাজের সৌন্দর্য দেখা বা উপলব্দি করা যাবে না। তাদের প্রকৃত মনোভাব হলো এটিকে অভিজ্ঞতা, যাচাই বা এক্সপেরিমেন্ট করা। তাই, তিনি তাদের পাল্টা প্রশ্ন করে, "এ ব্যাপারে বিধান প্রণেতা মোশী কী বলেছেন" তা জানতে চান।

কিন্তু শুধুমাত্র একটি দালিলিক 'ত্যাগ পত্র' প্রদানের মাধ্যমে স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারবে' এই নির্দেশ দেওয়া বিধান প্রণেতা মোশীর মোটেও কাম্য নয়। তবে, তাদের হৃদয়ে যেহতেু প্রেম নেই, তাদের হৃদয় কঠিন, পাষাণ; আর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হলো প্রেমের। তাই মোশী তাদের শুষ্ক হৃদয়ের কঠিনতাকে তিরস্কার করে 'ত্যাগপত্র' দিয়েই স্ত্রীকে ত্যাগ করতে বলেছেন। কিন্তু ঈশ্বরের মানুষকে নারী ও পুরুষ করে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য তা নয় অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকার জন্য নয়। ভালোবাসায়-বিশ্বস্ততায় এক হয়ে থাকা, এক দেহ হয়ে থাকা। কারণ, মানবের দেহের ২০৬ হাড়ের মধ্য থেকে যেখানে হৃদয়, ভালোবাসার উৎসস্থল সেই বাঁমপাশের পাজরের হাড় দিয়ে মানবীকে সৃষ্টি করেছেন। যেন তারা একে অপরকে ভালোবাসার বন্ধনে সবসময় আবদ্ধ রাখে এবং তারা যেন একতাবদ্ধ থাকে- দুঃখ-বেদনা, হাসি-আনন্দ, হতাশা-নিরাশা, সাফল্য-প্রাপ্তি সবকিছুতে এবং তা যেন হয় পরস্পরের প্রতি অন্তহীন ভালোবাসা, দয়া, মমতারই কারণে। যদি সবক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী সমসাথী হয়, সমব্যথি হয়, সবকিছুর সহভাগি হয়, তাহলে তো বিচ্ছেদ আসবে না! সব পরিস্থিতিতে পাশে থাকবে, একে অপরকে পূর্ণতা দিবে। নিজেদের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করবে। তথাকথিত মানবিক স্বার্থপরতার কারণে ঐশ্বরিক বন্ধনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষা অনুযায়ী বিবাহ যে একটি পবিত্র সন্ধি, ভালোবাসা-বিশ্বস্ততার অবিচ্ছেদ্য বন্ধন, তা ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।

আমরা জানি যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে যীশুর সাথে মণ্ডলীর বন্ধনের সাথে তুলনা করা হয়। যে বন্ধনের গুণে মণ্ডলী খ্রিস্টকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ ও ধারণ ক'রে পূর্ণতা পায় এবং খ্রিস্টও মণ্ডলীকে পবিত্র করার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেন। খ্রিস্ট মস্তকস্বরুপ মণ্ডলীকে পরিচালিত করেন এবং মণ্ডলী তার ভক্তদের নিয়ে বিশ্বাসের তীর্থযাত্রায় এগিয়ে চলে। স্বামী-স্ত্রীও তেমনিভাবে সব পরিস্থিতিতে একে অপরকে গ্রহণ করবে, ধারণ করবে; নিজেকে নিবেদন করার মধ্য দিয়ে পূর্ণতা ও পবিত্রতা দান করবে; দাম্পত্য প্রেমের মধ্য দিয়ে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাবে। ঠিক একইভাবে ব্রতীয় জীবনে নিবেদিত যারা আছি, আমরাও খ্রিস্ট কর্তৃক স্থাপিত সাক্রামেন্তিয় ও তাঁর বাণী অনুসারে তাঁর মণ্ডলী ও ভক্তদের সেবা প্রদানের মাধ্যমে আমাদের আহ্বান জীবনকে পূর্ণতা দান করবো। কারণ, আমরা বিবাহ আশির্বাদ-এর দিন "...আমি সুখে-দুঃখে, ধনে-দারিদ্রে, স্বাস্থে-অস্বাস্থে, তোমার পাশে থ াকবো, তোমাকে রক্ষা করবো" এবং ব্রতীয় জীবনে যে সংকল্প বা মন্ত্র উচ্চারণ করি তা নিছক কয়েকটি শব্দের সঠিক উচ্চারণ শুধু নয় বরং ঈশ্বর, খ্রিস্টের প্রতিনিধি মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ, মণ্ডলী ও তার বিশ্বাসী ভক্তদের সাক্ষী রেখে আজীবনের বিশ্বস্ততার এক বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ জীবন গ্রহণ করি। যেখানে থাকে ভালোবাসা, বিশ্বাস করা ও বিশ্বস্ত থাকা, সহভাগিতা, সর্মথণ দান, মর্যাদা প্রদান, ক্ষমা দেওয়া, ক্ষমা নেওয়া ও আত্মসর্মপণ করা, সংশোধন দেওয়া, সংশোধিত হওয়া, ভালকিছুর প্রশংসা করা, উৎসাহিত ও নিজ দায়িত্ব বিশ্বস্তভাবে পালন করা। এভাবেই একে অপরকে আমরা পূর্ণতা দান করি; শিশুসূলভ সরলতায় জীবন-পথে একে অপরের সাথে এগিয়ে চলি। কারণ, বর্তমান সময়ের বাস্তবতায় দাম্পত্যজীবন, ব্রতীয়জীবন তথা পেশাভিত্তিক যেকোন জীবনই বিশেষ চ্যালেঞ্জপূর্ণ। তাই পরস্পর একসাথে, একই মনোভাব নিয়ে, সাহায্য-সহযোগিতার হাত একে অপরের হাতে না রেখে চললে জীবন চলার পথ বিভিন্ন কারণেই ব্যাহত হতে পারে।

প্রিয়জনেরা, আসুন পরস্পরের দোষ-ত্রুটি, দূর্বল দিক একটা একটা হিসাব করে না রেখে শিশুর মতো সরল হই, নম্র হই, ক্ষমা করি, সব কষ্ট-আঘাত ভুলে একে অপরের কাঁধে হাত রেখে চলার মনোভাব গড়ে তুলি। ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান, খ্রিস্টের ভাই ও পরস্পরের বন্ধু হই এবং স্বর্গরাজ্য লাভের যোগ্য হয়ে উঠি।

পূর্বতী প্রকাশ: ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ।

শতবর্ষের পথে বান্দুরা ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারী

ফাদার ঝলক আন্তনী দেশাই

বান্দুরা ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারী বাংলাদেশ মণ্ডলীর একটি গর্ব ও ঐতিহ্য। এই সেমিনারীর ইতিহাস, ঐতিহ্য ও অবদান প্রায় শত বর্ষের। আমাদের এক বাক্যে স্বীকার করে নিতেই হবে যে, বাংলাদেশ মণ্ডলীর এই পর্যায়ে আসার পেছনে বান্দুরা ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীর অবদান অনস্বীকার্য। কারণ এই সেমিনারী থেকেই অনেক বিশপ, ফাদার, ব্রাদার এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই সেমিনারীর ডাল, ভাত খেয়ে ও আধ্যাত্মিক গঠন পেয়ে আদর্শ মানুষ হয়েছেন। (প্রয়াত) ফাদার জ্যোতি গমেজ এই ভাবে বলেছিলেন 'মণ্ডলীর ঐতিহাসিকদের স্বীকার করতেই হবে যে, যে জনসমাজের কোন স্বীকৃতি ছিল না এখানে, না ছিল ধন-দৌলত, না শিক্ষাদীক্ষা; তবুও গত প্রায় পঞ্চাশ বছরে শিক্ষাদীক্ষার ফলে তারা যে বর্তমান একটা বিশিষ্ট সমাজ বলে পরিচয় দিতে পারে, তার অন্যতম প্রধান কারণ হল বান্দুরার সেমিনার। ফাদার জ্যোতি গমেজের কথার রেশ ধরে আমরাও এখন বলতে পারি প্রায় শত বর্ষেও এই সেমিনারীর অবদান অনেক এবং এখন ও চিরসবুজ জাগ্রত।

ক্ষুদ্রপুষ্প বান্দুরা সেমিনারীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস: ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বান্দুরা সেমিনারীর প্রতিষ্ঠাতা মাননীয় ফাদার জন বি ডেলোনী সিএসসি সুদূর আমেরিকা থেকে ঢাকায় এসে বান্দুরা আগমন করেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বান্দুরায় নতুন প্রৈরিতিক স্কুল খোলা হয়েছিল। এই প্রৈরিতিক স্কুল ছিল যাজক হবার পূর্ব প্রস্তুতি। ফাদার উর্বাণ কোড়াইয়া ৫০ বছরের সুবর্ণ জয়ন্তীর পত্রিকায় উল্লেখ করেন ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ফাদার ডেরোসে সিএসসি ময়মনসিংহ জেলায় গারোদের মধ্যে এবং অন্যান্য জেলায় বাঙালিদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচারকল্পে তুমিলিয়ায় একটি ক্যাটিখিস্ট স্কুল ছিল যা স্থানান্তরিত করে বান্দুরায় নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি অন্যত্র চলে যান এবং তাঁর স্থানে নিযুক্ত হন ফাদার জন ডেলোনি সিএসসি। তিনি ক্যাটিখিস্ট স্কুলটির নাম দেন "আপষ্টলিক স্কুল" বাংলায় প্রৈরিতিক স্কুল।

বিভিন্ন অঞ্চলের ১৫ জন ছেলেকে নিয়ে এই প্রৈরিতিক স্কুলটি খোলা হয়েছিল। সেই সময় ব্রাদারদের তত্ত্বাবধানে ছেলেদের একটি বোডিংগৃহ ছিল সেখানেই প্রৈরিতিক স্কুলের ছেলেরা বাস করতে শুরু করে। তখন বান্দুরা হলিক্রশ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন ব্রাদার ওয়ালটার সিএসসি। ফাদার জন ডেলোনি ব্রাদারদের সাথেই থাকতেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের আরম্ভেই প্রৈরিতিক স্কুলে ছেলের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ব্রাদারদের বোডিংগৃহ ছেড়ে দক্ষিণ দিকে একটি টালির লম্বা দোচালা দালান ছিল সেখানেই বাস করতে আরম্ভ করেন। পরবর্তীতে এই প্রৈরিতিক স্কুলের নামকরণ করা হয় সাধু জনের প্রৈরিতিক স্কুল।

এই প্রৈরিতিক স্কুলের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মশিক্ষকদের সাথে খ্রিস্টধর্ম প্রার্থীদের ধর্মশিক্ষা প্রদান এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণের উপযোগী করে তোলা। এছাড়াও কঠোর নিয়ম-কানুনসহ শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবন গঠন দান করাও ছিল এই প্রৈরিতিক স্কুলের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ ধারণা থেকেই পুরোহিত সেবা দায়িত্বের জন্য ছাত্রদের গ্রহণ করা হয় এবং এ পর্যন্ত যারা তুমিলিয়াতে পুরোহিত পদের জন্য শিক্ষালাভ করে যাচ্ছিলেন তাদের বান্দুরায় নিয়ে আসা হয়। এভাবেই ভিত্তি স্থাপন করা হয় বান্দুরায় ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীটির।

বান্দুরা ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীর ৫০ বছরের সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রকাশিত ফাদার যাকোব দেশাই এর বান্দুরা "ক্ষুদ্রপুষ্প" সেমিনারীর স্মৃতিচারণ নামক লেখায় তিনি উল্লেখ করেছেন "১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ৩ অক্টোবর যিশুর ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্ব-দিনে এই ঘরটিকে "ক্ষুদ্রপুষ্পের সেমিনারী" নামকরণ করে।" মাত্র চারজন সেমিনারীয়ান নিয়ে বান্দুরা ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীর যাত্রা। প্রতিষ্ঠা লগ্নে যে চারজন সেমিনারীয়ান ছিলেন যথাক্রমে- মাইকেল ডি' কস্তা, যাকোব দেশাই, বেনেডিক্ট রাক্সাম ও সাইমন থেটাকে নিয়ে মহা সমারোহের সহিত বান্দুরায় এই প্রথম সেমিনারীর উদ্বোধন করা হয়েছিল। বিশেষ ঘর নির্মাণ করে ক্যাটিখিস্ট ও আপষ্টলিক ছাত্রদের থেকে সেমিনারীয়ানদের আলাদা করে রাখা শুরু হয়। শ্রদ্ধেয় ফাদার ডেলোনি বিশেষ মর্যাদা দেবার জন্য এবং ছাত্রদেরকে আকর্ষণ করবার জন্য সেমিনারীয়ানদের মধ্যে ক্যাসাকের ব্যবহার প্রচলন করেন এবং তাদের সুশিক্ষা দেবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেন সুদক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী নিযুক্ত করে। তিনিই হলেন ক্ষুদ্রপুষ্প বান্দুরা সেমিনারীর প্রথম পরিচালক। তিনি ছিলেন নিরলস ও নির্ভীক কর্মী।

ফাদার ডেলোনি একযুগ আপস্টলিক স্কুল ও সেমিনারী পরিচালনার জন্য বিদেশ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে আসতেন। এ উদ্দেশে তিনি 'Bandhura Tin Horn' 'বান্দুরা টিনের বাঁশী' নামক মাসিক পত্রিকা চালু করেছিলেন। এতে করে তাঁর বিদেশী বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে তিনি বেশ সাড়াও পেয়েছিলেন। এই পত্রিকাটি ছিল রোমান হরফে বাংলা শব্দ।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অনেক বিদেশী হলিক্রশ ফাদারগণ এই সেমিনারীর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করে অনেক অবদান রেখেছেন। সেই সকল ফাদারদের প্রতি ও হলিক্রশ সম্প্রদায়ের প্রতি চির কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে সেমিনারী পরিচালনার সর্বশেষ বিদেশী ফাদার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন শ্রদ্ধেয় ফাদার উইলিয়াম এভান্স সিএসসি। তিনি ব্যক্তি হিসেবে ছিলেন অমায়িক ও ধার্মিক। তিনি সবসময় চিন্তা করতেন কি ভাবে সেমিনারীটি একটি আর্দশস্থানীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যায়। তিনি নিজে যেমন এর জন্য অনেক পরিশ্রম করেছেন এবং ছাত্রদেরকেও অনুপ্রাণিত করতেন প্রার্থনা করার জন্য। তখন শ্রদ্ধেয় ফাদার উর্বাণ কোড়াইয়া ফাদার এভান্সের সহকারী ছিলেন যতদিন তিনি সেমিনারী পরিচালনা করে গিয়েছিলেন।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে ফাদার এভান্স যখন ময়মনসিংহের পালপুরোহিত হিসেবে চলে যান, তখনই তাঁর স্থানে প্রথম বাঙালি পরিচালক হয়ে সেমিনারীতে যোগদান করেন শ্রদ্ধেয় ফাদার মাইকেল রোজারিও। সেই সময় পরিচালককে অনেক বাঙালি ফাদারগণ সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। তাদের মধ্যে ফাদার উর্বাণ কোড়াইয়া, ফাদার ফ্রান্সিস এ গমেজ অন্যতম।

পরবর্তীতে যখন ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধের পর সীমান্ত এলাকায় বিদেশী ফাদারগণের যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল তখন বাঙালি ফাদারগণ তাদের স্থানে কাজ করেন এবং সেই সময় ইতালিয়ান ফাদারগণ সেমিনারীতে পরিচালককে সাহায্য করতেন। পরিচালক ফাদার মাইকেলের পরিচালনার সময় বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল বর্তমানে সেমিনারীর বিল্ডিংটা যে মাথা

বাকি অংশ ৮ পৃষ্ঠায় পড়ুন...

বান্দুরা সেমিনারী- স্মৃতি যেখানে ফ্রেমে বাঁধা

দোলন যোসেফ গমেজ

প্রকৃত গঠন দিয়ে মানুষ গড়ে তোলার অদ্ভুত এক কারখানা হচ্ছে বান্দুরা সেমিনারী। বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীতে এমনকি খ্রিস্টান সমাজে বান্দুরা সেমিনারীর বিশেষ অবদান এখনো উল্লেখযোগ্য। কিশোর এবং যুবকদের খ্রিস্টীয় আদর্শে শিক্ষিত করে, সময় উপযোগী গঠন দিয়ে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই সেমিনারী দীর্ঘদিন নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কিশোর বয়সে পরিবার আত্মীয়-স্বজনের ভালোবাসা, স্নেহের পরশ একপাশে রেখে এক বুক কাচা স্বপ্ন নিয়ে অনেক কিশোর এই সেমিনারীতে প্রবেশ করে শিক্ষা নিয়ে যাচ্ছে দশকের পর দশক। দুরন্ত কিশোরের দল ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আপনজনদের ছেড়ে যখন এই সেমিনারীতে প্রবেশ করে তাদের বুকে থাকে কষ্ট। বিচ্ছেদ ও আনন্দের মিশ্র অনুভূতি একসাথে কাজ করে। পুরোহিত হওয়ার স্বপ্ন বুকের গভীরে জোনাকী পোকার মত জ্বলতে থাকে। নতুন পরিবেশ। নতুন জায়গা। অপরিচিত মুখ। হঠাৎ মা-বাবা ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালোবাসা ত্যাগ করে চলে আসা কিশোরের দল বুকে কষ্ট চেপে মুখে হাসির আভা ছড়িয়ে প্রথম দিকের এ যাত্রা শুরু করে। সবার বুকে লালিত থাকে স্বপ্ন, বাসনা পুরোহিত হওয়ার। বান্দুরা সেমিনারী পরম মমতায় এই কিশোরদেরকে গ্রহণ করে। তাদের সুপ্ত বা মিটি মিটি জ্বলতে থাকা বাসনাকে জাগরিত করে এবং ক্রমে বিকশিত করতে প্রতিনিয়ত পথ প্রদর্শন করে। সেমিনারীতে প্রবেশের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কিশোরদের জীবনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসতে শুরু করে। সেমিনারীর কঠোর নিয়ম কানুন, আধ্যাত্মিক জীবনের যাত্রা ও লেখাপড়ার চক্রে পড়ে কখন তাদের এই নতুন পথের যাত্রা এক সমুদ্র আনন্দের উৎস হয়ে ওঠে তা শুধু বুঝতে পারে বান্দুরা সেমিনারিতে থেকে গঠন পাওয়ার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে তারা। এখানে সময়ের স্রোতে সকলেই অদ্ভুত এক সম্পর্কে জড়িয়ে যেতে থাকে। নতুন বন্ধু, বড় ভাইদের স্নেহ, পরিচালকদের শাসন ও ভালোবাসা মিলে নতুন এক জগত সৃষ্টি হয়। সেমিনারী ক্রমেই হয়ে ওঠে হাসি আনন্দ স্মৃতির এক মিলন ক্ষেত্র। গড়ে উঠতে থাকে নিজেদের মধ্যে নিবিড় বন্ধন। এ বন্ধনের আবদ্ধ হয় ব্যক্তি বস্তু ও পরিবেশ। যে বন্ধনের সুঁতো আমৃত্যু পেছনে টেনে স্মৃতির ঝাঁপি খুলে দেয় পরবর্তীতে।

যেহেতু বান্দুরা সেমিনারিতে গঠন পাওয়ার পরম সৌভাগ্য আমার হয়েছে, তাই সহজেই বুঝতে পারি এখনও পর্যন্ত যতটুকু অর্জন করতে করেছি তার পেছনে এই গঠনগৃহের অবদান কত বেশি। বান্দুরা সেমিনারিতে থেকে শিক্ষা লাভ করে অনেকেই এখন বাংলাদেশের খ্রিস্ট মণ্ডলীতে যাজক হিসেবে সেবা দিচ্ছে। আমার মত এমন হাজারো সেমিনারীয়ান আছে যারা যাজক হতে পারেনি তাদের অনেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে আজ নেতৃত্ব ও সেবা দিয়ে যাচ্ছে। "আহূত

অনেকেই কিন্তু অল্পই মনোনীত" *মথি* ২২:১৪। যিশুর এই উক্তিকে যথার্থই প্রমাণ করে যে, যারা সেমিনারীতে যায় সবাই যাজক হতে পারবেনা বা সবার যাজক হওয়ার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু এ কথা সত্যি, যারা সেমিনারীতে গঠন পেয়েছে তারা অনেকেই সুন্দর জীবন যাপনের মাধ্যমে আদর্শ পরিবার গঠন করছে ও সমাজে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। তাই মণ্ডলীতে আদর্শ যাজক উপহার দেয়ার পাশাপাশি আদর্শ পরিবার গঠনে পিতারাও এখান থেকে প্রশিক্ষিত হয়ে আসছে।

ইছামতি নদীর তীরে অবস্থিত বান্দুরা সেমিনারীর প্রতিপালিকা ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা। কোমল হৃদয়ের এই সাধ্বী তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভালো কাজ দিয়ে নিজের এবং মহান ঈশ্বরের হৃদয় জয় করেছিল। তেমনি বান্দুরা সেমিনারীর প্রতিটি ছাত্র সেই আদর্শকে বুকে নিয়ে প্রতিদিন একটু একটু করে নিজেদেরকে গড়ে তোলে। নিজেকে প্রস্তুত করে জীবনের পরবর্তী ধাপে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য। একটা সময় ছিল বান্দুরা সেমিনারীতে ছাত্রদের কঠোর পরিশ্রম করতে হতো। শিক্ষা, আধ্যাত্মিকতা শারীরিক সক্ষমতা অর্জনের জন্য সেমিনারিতে ঘড়ির কাঁটা ধরে প্রতিটি কাজ সম্পন্ন করতে হতো। এখানে খাবারের সমস্যা ছিলো। কঠোর নিয়মের কারণে স্বাধীনতা কম ছিল। যার কিছুটা হয়তো এখনো বিদ্যমান। কিন্তু যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এখন অনেক কিছুই সময় উপযোগী করে আধুনিক করা হয়েছে। সেমিনারীতে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু ছাত্রদের গঠনের ক্ষেত্রে এখনো সমান গুরুত্ব দেয়া হয়। মেধা ও জ্ঞানের পরিধি বিকাশের জন্য সব ধরনের সুযোগ ও প্রচেষ্টা এখানে আছে। আমাদের পরিচালকগণ সবসময় ছিলেন আন্তরিক ও বন্ধুবৎসল। বান্দুরা সেমিনারীতে প্রবেশ করে যারা শিক্ষা গ্রহণ করেছে বা করে তারা নিজের অজান্তে শিক্ষা ও শৃঙ্খলতার অদৃশ্য শিকলে আবদ্ধ হয়ে যায়। এমনকি পরবর্তীতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ, পুরোহিত হওয়ার জন্য অধিকতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ সহ সকল ক্ষেত্রেই এই গঠন গৃহ থেকে অর্জিত শিক্ষা ও জীবন ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পুরোহিত হতে না পারলেও সংসার জীবনে এই শিক্ষার কার্যকর প্রভাব থেকে যায় সবসময়।

যেহেতু পরিবার ছেড়ে কিশোর বয়সে ছাত্ররা এই সেমিনারীতে প্রবেশ করে তাই মাতৃস্নেহে আগলে রেখে সকলকে এখানে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়। নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার সাথে সাথে একজন চরিত্রবান আত্মনির্ভরশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তেলার প্রথম ধাপ এখানেই সম্পন্ন করা হয়।

বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীতে সেবাদানকারী অনেক বিশপ, যাজকগণ বান্দুরা সেমিনারীতে শিক্ষা গ্রহণ করে বর্তমানে দক্ষতা, আদর্শ ও সুনামের সাথে মণ্ডলীর কাজ করে যাচ্ছেন। আমার জানামতে মণ্ডলীর সর্বাধিক পুরোহিত এই বান্দুরা সেমিনারীতে শিক্ষা ও গঠন নিয়ে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। একজনের জীবন আহ্বানকে পরিপূর্ণভাবে চিহ্নিত করে, লালন করে পরবর্তী পর্যায়ে এগিয়ে দেয়ার জন্য এ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

যেহেতু বান্দুরা সেমিনারিতে ছিলাম, সে সুবাদে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত অনেকের সাথে বন্ধুত্ব বা বড় ভাই, ছোট ভাই সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ হয়েছে অল্প বয়স থেকে। এ সুযোগ অন্য সবার ক্ষেত্রেও সমান। কিন্তু নির্ভর করে এই সুযোগ কে কতটা দক্ষতার সাথে ব্যবহার করে। বর্তমানে কাজের সূত্রে দেশের আনাচে-কানাচে যেখানেই যাই না কেন দীর্ঘদিন পরে হলেও অনেকের সাথে যখন পুনরায় সাক্ষাৎ হয় সেই মুহূর্তগুলো সত্যি অন্য রকমের অনুভূতি সৃষ্টি করে । দীর্ঘদিন পরের এ সাক্ষাৎ আমাদের অভিভূত করে ও মোহিত করে। এখানে যারা অধ্যয়ন করেছে তাদের আছে বিস্তৃত নেটওয়ার্ক। যা দেশ ও দেশের বাহিরে গণ্ডি পেরিয়েছে। আমরা প্রাক্তনরা বান্দুরা সেমিনারীর নামে নষ্টালজিক হয়ে যাই। প্রায় একই রুটিনে বাধা দীর্ঘ চার বছর প্রতিদিনের যাপিত জীবন ছিলো অম্লমধুর ঘটনা অনুঘটনায় পূর্ণ। কঠোর নিয়মের বেড়াজাল ভাঙবে সে দুঃসাহস কম জনেরই ছিল। নিয়মানুবর্তিতা এবং সময় জ্ঞান তৈরিতে বান্দুরা সেমিনারির ঐতিহাসিক "ঘন্টার" তাৎপর্য অপরিসীম। এখনও সেই ঘন্টার আওয়াজ যেন কান পেতে অবচেতন মনে শুনতে পাই। তখন এই ঘন্টার শব্দ অনেক ক্ষেত্রে বিরক্তির উদ্রেক ঘটাতো, বিরক্ত হতাম। কিন্তু ঘন্টার ডাক এড়িয়ে যাওয়ার সাহস খুব একটা দেখাতাম না। আমাদের শেখানো হয়েছিল "ঘন্টা ঈশ্বরের ডাক"। যা এখনো পর্যন্ত হৃদয়ে মুদ্রিত হয়ে অঙ্কিত হয়ে আছে।

সেমিনারীর ছোট চ্যাপেল বা প্রার্থনার স্থান হচ্ছে অদ্ভূত এক প্রশান্তির জায়গা। যেখানে আমাদের দিনে তিন থেকে চার বার যেতে হতো। কখনও আবার অনিচ্ছা লাগতো। কিন্তু চ্যাপেলে প্রবেশের পর সবসময় শান্তির অনুভূতি কাজ করতো। সমস্বরে প্রার্থনা করা। গান করা। ব্যক্তিগত প্রার্থনা করা সহ সব মিলিয়ে অন্য জগতে প্রবেশের বিশেষ সুযোগের দ্বার এই চ্যাপেল। অনেকের আধ্যাত্মিক জীবনে পরিপূর্ণতা অর্জনের যাত্রা শুরু হয়েছে এখান থেকে।

প্রতি বছর বান্দুরা সেমিনারীর পর্ব পালন করা হতো অক্টোবর মাসের এক তারিখ। ক্ষুদ্র হৃদয়গুলো আনন্দে জেগে উঠত। দুই সপ্তাহ আগে থেকেই শুরু হতো চারিদিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভিযান। পুরো সেমিনারী নতুন রূপে সেজে ঝলমল করত। সে সময় নিয়ম কানুন শিথিল করে দেয়া হতো। স্বাভাবিকভাবেই সবার জন্যই সময়টা ছিল বেশি আনান্দের আর প্রত্যাশিত। অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে বান্দুরা সেমিনারীর শত বছরের জুবিলী পালন করা হবে মর্মে এখনই প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়েছে। শত বছরে সেমিনারীর অবদান অনেক যা অল্প কথায় লিখে শেষ করা সম্ভব না। আমি ব্যক্তিগত ভাবে উপলব্ধি করি ও বিশ্বাস করি এই জুবিলী অনুষ্ঠানের গভীর তাৎপর্য রয়েছে। এ মিলনমেলার প্রস্তুতি ও উদ্‌যাপন আগামীতে মণ্ডলীতে আহ্বান বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে, অনেকে নতুন করে সেমিনারীতে প্রবেশর জন্য অনুপ্রাণিত হবে।

স্মৃতির অ্যালবাম খুললে দেখতে পাই সেমিনারীর ফুলের বাগান, সবজি বাগান, খেলার মাঠ আর সবুজ পরিবেশ। এ সবকিছুর উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের শারীরিক, মানুষিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে গড়ে তোলা। কঠিন প্রশিক্ষণ সহজ যুদ্ধর মত করেই এখানে মুলত ছাত্রদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে তোলা হয়। যেন তারা যে কোন অবস্থা মোকাবেলা করতে পারে এবং সহনশীল হয়ে উঠতে পারে। এ প্রতিষ্ঠান বিগত একশত বছরের মতো আগামিতেও মণ্ডলীতে গঠন দানের মতো মহৎ কাজটি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করবে। অনেকেই এখানে এসে প্রশিক্ষিত হয়েছে। ভবিষ্যতে আরো অনেকেই এসে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। সেমিনারী ক্যাম্পাস সবসময় কিশোর ও যুবকদের পদচারণায় মুখরিত থাকবে। প্রকৃতির সবুজ ও প্রাণের সবুজ মিলে এখানে সবসময় একাকার হয়ে থাকবে। বান্দুরা সেমিনারীর প্রতিপলিকা ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজার মতো সহজ সরল প্রাণগুলো এখানে ঘুরে বেড়াবে আর ভবিষ্যতে মণ্ডলীর সেবক হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। বান্দুরা সেমিনারী পরিচালনায় যারা অবদান রেখেছে এবং এখনও রাখছে তাদের সকলকে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

৬ পৃষ্ঠার বাকি অংশ

উঁচু করে অবস্থান করছে সেটি নির্মাণ করা। এইভাবেই পর্যায়ক্রমে বাঙালি পুরোহিতগণ বান্দুরা সেমিনারীর পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। বর্তমানে বান্দুরা ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীর পরিচালক ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা।

বান্দুরা সেমিনারীতে আমার কিছু অভিজ্ঞতা:
বান্দুরা সেমিনারী একটি স্বনামধন্য সেমিনারী। এই সেমিনারীতে থেকে গঠন প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেকেই দেশ-বিদেশ, সমাজ-মণ্ডলী ও পরিবারে অনেক অবদান রাখছেন। আমারও এই সেমিনারীতে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমি দেখেছি ও অভিজ্ঞতা করেছি যে, সেমিনারীর যে নিয়মকানুন গঠন প্রশিক্ষণ তা একজন মানুষকে শুধু যাজক হতেই অনুপ্রাণিত করে না বরং একজন আদর্শ নীতিবান মানুষের মত মানুষ হতে শেখায়। একটি মানুষের পূর্ণ বিকাশের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সবটুকুই সেমিনারীতে আছে। সকালে ঘুম থেকে জেগে ওঠা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত থাকে নিয়ম-শৃঙ্খলা। যা একজন মানুষ গঠনের বড় হাতিয়ার।

আমি ২০০২ খ্রিস্টাব্দে বান্দুরা সেমিনারীতে প্রবেশ করি। আর এখন আমি সহকারী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। মনের মধ্যে একটি তৃপ্তি অনুভব করি। ছোট বেলা কতবার মনে মনে বলেছি বড় হয়ে একদিন এই বেদীতে আমি খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করব। কত প্রার্থনা করেছি ঈশ্বরের কাছে যে তাঁরই সেবা কাজ করতে পারি। ঈশ্বর আমার অনুনয় শুনেছেন। আর এমন সময় সেমিনারীর সহকারী পরিচালকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যখন আমরা এই সেমিনারীর শতবর্ষ জুবিলী পালনের পথে হাঁটছি। শতবর্ষে এই সেমিনারী আমাদের বাংলাদেশ মণ্ডলীকে অনেক কিছু দিয়েছে এখন সময় হয়েছে আমাদের প্রাণের সেমিনারীকে কৃতজ্ঞচিত্তে কিছু দেবার, কিছু করার। যেন আমরা পূর্ণ আনন্দ নিয়ে শতবর্ষের জুবিলী উদ্‌যাপন করতে পারি। ঈশ্বর এই সেমিনারীর মধ্য দিয়ে তার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার জন্য আরো অনেক যুবাদের হৃদয়ে আলো দান করুন।

তথ্যসূত্র ও কৃতজ্ঞতা

১. ফাদার জ্যোতি গমেজ (সম্পাদক), বান্দুরা ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারী সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা ১৯২৬-১৯৭৬।

স্মৃতি তুমি বড়ই মধুময়

মালা রিবেরু

ঘুরতে বেড়াতে সবসময় আমার ভালো লাগে। তাই শত কাজের মাঝে একটু সময় পেলে নতুন কিছু দেখার নেশায় বেরিয়ে পড়ি। চাকরি ও বিদেশে পড়াশুনা করার সুবাদে বাংলাদেশ ও বহির্বাংলাদেশের অনেক মনোমুগ্ধকর জায়গা, প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার সুযোগ হয়েছে। এইবারও একটা আচমকা সুযোগ এসে গেলো, যখন হঠাৎ করে সরকারি আদেশ হলো, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি ছাত্রছাত্রীদের চূড়ান্ত পরীক্ষার পরিদর্শক হয়ে ময়মনসিংহ শহরের একটি কেন্দ্রের দায়িত্ব পড়ে। আদেশ পেয়ে মনটা দুইটা কারণে আনন্দে ভরে উঠলো।

প্রথমত, ময়মনসিংহ বিভাগটা আমার ভালোভাবে দেখা হয়নি। দুইবার দুইদিনের ঝটিকা সফরে গিয়েছিলাম, প্রথমবার ময়মনসিংহ শহর দেখার জন্য তিনবোনের (নূপুর, মিমি) সহ জ্যাঠাতোবোনের বাসায় বেড়ানো। আর ২য়বার বাংলাদেশ কাথলিক নার্সেস গীল্ডের দুইদিনের শিক্ষাসফরে ভাটিকেশর। প্রতিবার খুব অল্পসময় স্বাদ মিটলোনা। তাই এইবার বেশ কিছুদিন শহরে থাকার কারণে হয়তো আরো বিখ্যাত কিছু স্থান দেখতে পারবো।

দ্বিতীয়ত, আমার পিসির মেয়ে চন্দনার স্বামী ময়মনসিংহ বিভাগের নেত্রকোনা জেলা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট। চন্দনা সম্পর্কে আমার পিসাতো বোন ও বয়সে আমার থেকেও ছোট। কিন্তু ওকে আমি আমার পিসির মেয়ে মনে হয়না, আমরা সবসময় মিশি বোনের মতো সুখ-দুঃখ বন্ধুর মতো সহভাগিতা করি, একজনের সুখে হাসি মুক্তমনে আর কষ্টে সহযোগিতার সর্বস্ব দিয়ে হাত বাড়িয়ে দেই। আর বোনের স্বামীর সাথে আমার আরো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে। সরকারি চাকরি হলো বদলির চাকরি, আর বোনের স্বামী ম্যাজিস্ট্রেট, আর তাদের আরো তাড়াতাড়ি বদলি হয়। তা অঞ্জন মানে চন্দনার স্বামী যখন সিলেট থেকে নেত্রকোনা জেলায় বদলি হলো, তারপর বোনের ফোন, দিদি তোমার সাথে আমার আগে কথা ছিলো যে, আমার স্বামীর যেই জেলাতে বদলি হবে, তুমি আমাদের কাছে ঘুরতে আসবে। তা তুমি আর দাদা সময় করে নেএকোনা চলে আসো।

ময়মনসিংহ যাওয়ার আদেশ হওয়াতে তাই মনটা খুশি হয়ে গেলো। ময়মনসিংহ শহর থেকে নেএকোনা দুরত্ব খুবই কম, তাই ইচ্ছে করলে নেএকোনা থেকে এসে কাজ করা যায়, কিন্তু আমি ময়মনসিংহ থেকেই দায়িত্ব পালনের সাথে ছুটির দিনগুলো বোনের বাসায় থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমার বোন কিন্তু জানতোনা আমার ময়মনসিংহ আসার কথা, ফোনে বলার পরে ও তো আনন্দে আটখানা। কয়েকদিন আগে আমার পিসার মৃত্যু, নতুন জায়গায় মন বসাতে ওর গিয়ে খুব কষ্ট হচ্ছিলো, তাই আমার সঙ্গ পাওয়াটা ওর খুবই প্রয়োজন ছিলো ।

নতুন কিছু দেখার আনন্দ আমাকে সবসময় শিহরিত করে, তাই ময়মনসিংহ থেকে বাসে ওঠার পরে চারিপাশের নতুন দৃশ্য দেখতে খুবই ভালো লাগছিলো। সেই সাথে অপেক্ষার সময় গুনছিলাম কখন যাবো বোনের কাছে, গিয়ে বোনের মেয়ে আরাধ্যকে আদর করতে পারবো। যাহোক সকল অপেক্ষার শেষে যখন ওদের কাছে পৌঁছলাম, তখন খুশিতে ভরে গেলো।

প্রতিদিন প্রার্থনা করা, রবিবার গির্জায় যাওয়া, বাসায় ধর্মীয় বইপড়া ও ধর্মীয় মুভি দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। মা প্রতিবৎসর তীর্থ উৎসব যায়, প্রতিবার আমাকে যাওয়ার জন্য বলে, কিন্তু বিভিন্ন কারণে যাওয়া হয়ে উঠেনি। তাই ময়মনসিংহে আসার মনের সুপ্ত ইচ্ছাটা জেগে উঠলো তাই বোনের হাজবেন্ডকে বললাম, বারমারীতে ফাতেমা রাণী মা মারীয়ার তীর্থের স্থানে নিয়ে যেতে। আমি মনে করতাম যে বারমারী সুসং দুর্গাপুরে অবস্থিত, তাই বললাম সুসং দুর্গাপুর নিয়ে যেতে। অঞ্জন বললো, দিদি আপনার কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমরা নেএকোনার বিখ্যাত সবজারগা ঘুরতে যাবো, শুধু আপনি বলেন যেতে পারবেন কি না? আমি একটা কথা বলতে ভুলেই গেছি যে, আমি ময়মনসিংহ এসে এক মারাত্মক একসিডেন্টের হাত থেকে বেঁচে গেছি। প্রথমদিন ময়মনসিংহ আসার পরে আমার এক ছাত্রীর বাড়ী ময়মনসিংহে সে চাকরির কারণে ঢাকায় থাকায় তার বোন দুপুরে আমার জন্য খাবার নিয়ে আসলো এবং বললো ম্যাডাম আজ আমি আপনার সাথে থাকবো এবং বিকালে আপনাকে নিয়ে ময়মনসিংহের জয়নাল আবেদীন পার্কে ঘুরতে নিয়ে যাবো আর ফুচকা খাবো। যেই কথা সেই কাজ, সন্ধ্যায় দুইজন মনের খুশিতে বের হলাম। কিন্তু এত খুশির মজাটা একটু পরেই বের হলো যখন পার্কের মধ্যে অন্ধকারে গর্তের মধ্যে এক পা পড়ে গেলো আর সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়ে হাতপা কেঁটে একাকার। সিমেন্টের রাস্তায় পরার সাথে এত প্রচণ্ড ব্যথা লেগেছে যে মনে হচ্ছিলো পা ভেঙ্গে গেছে , জোরে চিৎকারে কান্না করছি আর মনে মনে ভাবছি কাল পরীক্ষার হলে ঠিকমতো কাজ করতে পারবো তো ? এরমধ্যে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেছে, তারা সর্বাত্মক সহযোগিতা করছে আমাকে একটা বেঞ্চে বসতে, একজন ঠাণ্ডা পানি দিয়ে পায়ে চাপ দিয়ে রাখলো। এক হিন্দু দম্পতির কথা আমার মনে থাক সারাজীবন, কারণ আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের আলোকে এইটুকু ধারন করি যে, বিপদের বন্ধু সত্যিকারের বন্ধু। আমি যখন পড়ে গেছি তারা তখন সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো, আমাকে তাদের সদ্য কেনা পানির বোতল ব্যথার স্থানে দিলো এবং বসে রইলো পরে আটোতে উঠিয়ে দিয়ে তারপর গেলো। আমার খুব কষ্ট হয়েছে সেই রাতে পাশাপাশি আমার দায়িত্ব পালনে ও ঘোরাঘুরিতে ।

অঞ্জন আমার পায়ের অবস্থা জানে এবং এও জানে দিদির যত ব্যথা থাকুক না, বেড়াতে গেলে সবঠিক হয়ে যাবে । আমি বললাম, তুমি ব্যবস্থা করো মা মারীয়ার কাছে গিয়ে প্রার্থনা করলে আমি ভালো হয়ে যাবো। আমার মনের জোর দেখে অঞ্জনও মহাখুশিতে খবর নেওয়া শুরু করলো সার্কিট হাউজ পাশাপাশি দর্শনীয় স্থান যা দেখা যাবে।

যাহোক কথা হলো পরের দিন আমার কাজ শেষ হলে বাসায় খাওয়া ও বিশ্রাম করে বিকালে আমরা সার্কিট হাউজে উঠবো পরের দিন নির্ধারিতস্থানে ঘুরে বিকালে অঞ্জনের নিজস্ব প্রাইভেটকারে ও নিজেই ড্রাইভ করে তাই আমাদের সুবিধা হবে আবার রাতেই চলে আসতে। কিন্তু কাজে চলে আসার পরে চন্দনা ফোনে বলে দিদি, অঞ্জনের অফিসের কলিগরা বললো যে, এখন দূর্গাপুরে বিজয়পুরের সাদা মাটি অনেক গরম এখন না গিয়ে নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে গেলে ভালো হবে। তুমি আসো, আমরা আগামীকাল অন্য জায়গায় বেড়াতে যাবো। মনটা খারাপ হয়ে গেলো কিন্তু ওদের কথা দিয়েছি, তাই মনের ব্যথা, পায়ের ব্যথা নিয়ে আবার ময়মনসিংহ থেকে নেত্রকোনায় গেলাম।

পরেরদিন সকালে আমরা নেত্রকোনা থেকে কলমাকান্দায় যাওয়ার উদ্দেশে রওনা দিলাম, রাস্তার দুইপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই সুন্দর ছিলো, আমি আমার পায়ের ব্যথা ভুলে গাড়ীতে বাজানো গানের সাথে তাল মিলিয়ে গাইতে লাগলাম। সবচেয়ে আনন্দের ভালোলাগার মুহূর্ত হলো মধ্যরাস্তায় অঞ্জন।

যখন চা খাওয়ার জন্য থামলো, তখন দেখি মামা টিনের বাক্সে আইসক্রীম নিয়ে যাচ্ছে, দেখে চন্দনা বলে, দিদি আইসক্রীম খাবো। ৫টাকার আইসক্রীম স্বাদ এখনো জিভে

লেগে থাকার চেয়ে ছোটবেলার আনন্দময় দিনগুলোই হঠাৎ করে মনে ধাক্কা দিয়ে।

কলমাকান্দা থানার কাছাকাছি আমাদের জন্য একজন এসিআই ও কনস্টেবল দাঁড়িয়ে ছিলো, তাদের সহযোগিতায় আমরা বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় সাতশহীদের মাজার এলাকায় পৌঁছলাম। এখানে ১৯৭১ সালের ২৫ জুলাই মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল কলমাকান্দা থানার নাজিরপুর বাজারে অবস্থান নেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের আরও কয়েকটি দল বাজারের চারপাশের বিভিন্ন গ্রামে অবস্থান নেয়। সারা রাত অপেক্ষা করেও হানাদার বাহিনী না আসায় পরদিন অর্থাৎ ২৬ জুলাই তারা এমবুশ প্রত্যাহার করে ক্যাম্পে ফেরার সময় নাজিরপুর তফসিল অফিসের সামনে আসতেই দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়ে কলমাকান্দা ক্যাম্প হতে নদীপথে আসা হানাদার বাহিনীরা মুক্তিযোদ্ধাদের লক্ষ্য করে বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণ শুরু করে। শুরু হয় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ৭ জন শহীদ হন এছাড়া এই দিন মর্টারের গুলিতে গৌরীপুর গ্রামে আরও ৩ জন শহীদ হন। শহীদ ৭ জন মুক্তিযোদ্ধাকে ২৭ জুলাই লেংগুরার ফুলবাড়ি নামকগ্রামে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে (১১৭২নং পিলার সংলগ্ন) বাংলাদেশের মাটিতে সমাহিত ও দাহ করা হয় যা পরবর্তীতে সাত শহীদের মাজার বা 'সপ্তশিখা' নামে পরিচিতি লাভ করে। প্রতি বছর ২৬ জুলাই সেখানে শহীদদের স্মরণে ঐতিহাসিক নাজিরপুর দিবস অনুষ্ঠিত হয় (সূত্রঃ কলমাকান্দা উপজেলা- উইকিপিডিয়া)।

এরপর ফেরার পথে অঞ্জনের পিএর নানার বাড়ীতে গেলাম, ৭০ বয়স্ক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, কিন্তু উনার শখ আমাকে খুবই বিমোহিত করেছে। উনার বাড়ীর পাশে প্রায় ৩বিঘা জমির উপর বিভিন্ন প্রজাতির দেশি-বিদেশি ফলের গাছ লাগিয়েছেন, এবং বিদেশী ফলের গাছের পরিচর্যার জন্য চীন, থাইল্যান্ড ও লাওসে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন। উনার বাগানের পাকা দ্বিতীয় ড্রাগস ফলটি আমাদের খেতে দিলো, যা ছিলো খুবই সুস্বাদু, যার স্বাদ ৮ বৎসর আগে থাইল্যান্ডে পেয়েছিলাম। সারাদিন এত ঘোরাঘুরি করে আমাদের মাঝে কোন ক্রান্তি ছিলো না, বরং গাড়ীতে বাজা সাদা সাদা কালো কালো গানে আরাধ্যর সাথে আমরাও গুনগুনিয়ে গান গাইতে লাগলাম ।

পরের ভ্রমণ যে আমাদের জন্য চমক ছিলো, তা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনাই। আমার ধারনা ছিলো বারমারী কুমারী মারীয়ার তীর্থ স্থান দূর্গাপুরে অবস্থিত, তাই আমি খুবই আগ্রহী ছিলাম দুর্গাপুরে যেতে। কিন্তু একটা কথা আছে মন থেকে কোন কিছু চাইলে তা পাওয়া যায়। আমার কাজ ও বোনের স্বামীর কাজের ফাঁকে আমাদের পরবর্তী ভ্রমণের স্থান ছিলো নালিতাবাড়ী, শেরপুর গজনী। গজনী শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলার ঐতিহ্যবাহী গারো পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। আমাদের পরিকল্পনা ছিলো প্রথমে নালিতাবাড়ীতে গিয়ে মধুটিলার রেস্ট হাউসে সকালের নাস্তা খাওয়ার পরে গজনী মিনি পার্কে যাবো, তারপর আবার রেস্টহাউজে এসে দুপুরের খাবার খেয়ে বিশ্রাম নেওয়ার পরে ভারতের সীমান্ত দেখা ও মধুটিলার ওয়াচ টাওয়ারে ওঠা এবং যদি বেশী ভালো লাগে জায়গাা তাহলে রাতে মধুটিলার রেস্ট হাউজে রাত্রিযাপন করে ভোরে নেত্রকোনার ভ্রমণ সমাপ্ত করে ময়মনসিংহ এসে অফিসের কাজ করে ঢাকার উদ্দেশে রওনা করা। পরিকল্পনা অনুসারে খুব ভোরে আমরা নেত্রকোণা থেকে রওনা হই। ভোরের শীতল হাওয়া, নতুন নতুন জায়গা খুবই ভালো লাগছিলো, এর মধ্য অঞ্জন পথিমধ্যে আমাদের জন্য অপেক্ষাকৃত কোস্টগার্ড এর কাছে দিকনির্দেশনা নিয়ে গাড়ি ড্রাইভ করে যাচ্ছিলো। সূর্যমামা যখন পুরোপুরি দেখা দিলো ততক্ষণে আমরা শেরপুর পোঁছে যাই আর আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকা নলিতাবাড়ী বনবিভাগ কৃর্তপক্ষ থেকে পাঠানো কোস্টগার্ড ও পুলিশ কনস্টেবল সহযোগিতায় যেতে লাগলাম। চন্দনা ও অঞ্জন গাড়ীর সামনে, আমি আর আরাধ্যামনি পিছনে বসা। অনেক সকালে ঘুম থেকে ওঠার কারণে একটু ঝিমানি লাগছে, এরমধ্যে চন্দনার চিৎকারে আমার ঝিমানি ভাবটা কেটে যায়। বললাম কি হয়েছে, চিৎকার করছো কেন? ও আমাকে বাইরে সাইনবোর্ড দেখিয়ে বললো, দিদি তোমার স্বপ্নের বারমারী তীর্থস্থান নালিতাবাড়ীতে অবস্থিত এবং মধুটিলা থেকে খুব কাছেই। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালাম আর খুশি হলাম, মনে মনে ভাবলাম মন থেকে কিছু চাইলে পাওয়া যায়।

মধুটিলায় রেস্ট হাউজ যাওয়া একটা খুব উওজেনা করছিলো, কারণ বইতে শুধু গভীর অরণ্যে রেস্ট হাউজের থাকা, গভীর রাতে বিভিন্ন অঘটন, হাতির দল বেঁধে হামলা বইতে পড়েছি, এইবার খুব ইচ্ছে করছিলো জঙ্গলে থেকে খুব কাছ থেকে গভীর রাতে ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দশোনা, ভোরে পাখিদের কিঁচির মিচির শব্দ শোনার।

যাহোক রেস্টহাউজে নাস্তা করে আমরা গজনী উদ্দেশে রওনা হলাম পথিমধ্যে হয়ে গেলো এক মজার ঘটনা অঞ্জনের নিরাপওার জন্য যে কোস্টগার্ড ও কনস্টেবল সারাক্ষণ আমাদের সাথেই আছে, গজনী অবসরকেন্দ্রে আমাদের সাথে সাথে যাওয়ার পরে কনস্টেবল আমার বোনকে গাড়ী থেকে সময় বললো "খালাম্মা নামেন, আমরা তো হাসতে হাসতে মরি। আমার বোনের স্বামী গাড়ী থেকে নেমে বললো তুমি খালাম্মা বললে কেন। ওই পুলিশ কনস্টেবল বলে, স্যার আমরা সব স্যারের বউকে খালাম্মা বলি, দুঃখিত স্যার আর হবেনা ।

রেস্ট হাইজে আগেই বাবুর্চি বলেছিলেন হাতি দিবস উপলক্ষে শহর থেকে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি দুপুরে খাবার খাবে, তাই খাবার একটু দেরী হবে আমরা যেন কিছ মনে না করি। রেস্টহাউজের রুমগুলো ছিলো খুবই বড়, পরিপাটি গোছানো কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বিদ্যুৎ ১০ মিনিট বিদ্যুৎ থাকে তো ১ঘন্টা খুবই বিরক্তকর লাগছিলো ।

দুপুরের খাবারের পরে বারমারীতে কুমারী মা মারীয়ার তীর্থস্থান ভ্রমণ ও ভারতের সীমান্ত দেখার উদ্দেশে বের হওয়ার সময় এক বিপত্তি ঘটলো।

অঞ্জন খুব যত্ন সহকারে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছিলো, রাস্তার মোড় ঘোরার সময় উল্টোদিক থেকে মোটরসাইকেল বসা চালকসহ তিনজন যুবক দ্রুতগতিতে এসে বেগ ধরে রাখতে না পেরে গাড়ীতে লাগিয়ে ছিটকে পরে আবার মোটরসাইকেলে চড়ে দ্রুত চলে যায়। অঞ্জন নিরাপত্তা বাহিনীকে ফোন করলে আমাদের সামনে থেকে ফিরে এসে দ্রুত তাদের মোটরসাইকেল গিয়ে তিনজনকে নিয়ে আসে। অঞ্জনের সামনে ক্ষমা চেয়ে ১০ বার কান ধরে উঠবস করার পরে ওদের মুক্তি মেলে।

অনেক বাঁধা বিপত্তি পাড়ি দিয়ে মা মারীয়ার মূর্তির কাছে যাওয়ার পরে মনে অনেক প্রশান্তি পেলাম। আমি চন্দনাকে বলতে লাগলাম, দেখো আমার পায়ে একটুও ব্যথা নাই। আমি সবকিছু ঘুরে দেখতে চাই। আমার বিশ্বাস আমার ব্যথা কমিয়ে দিয়েছিলো আর আমি খুব ভালোভাবে সব জায়গায় গিয়েছিলাম।

এরপর ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে ঘুরে এসে দেখি বিদ্যুৎ নাই পাশাপাশি রেঞ্জ অফিসার বসে আছে আমাদের খুব যত্ন করে বিকালের নাস্তা খাওয়ালো এবং অঞ্জনকে বললো, স্যার আমি খুবই খুশি আপনি আপনার পরিবার নিয়ে আমাদের বনবিভাগ পরিদর্শন করতে এসেছেন। কিন্তু স্যার একটু সমস্যার কথা আপনার সাথে বলতে চাই। বেশ কয়েকদিন যাবৎ ভারতের জঙ্গিবাহনীর আতঙ্ক খুব বেড়ে গেছে। আমাদের রেস্টহাউজে নিরপত্তা তেমন কোন ব্যবস্থা নাই। আপনাদের রাতে রেস্টহাউজে থাকাটা আমার কাছে নিরাপত্তার মনে হচ্ছেনা। আমার মতে আপনাদের নেত্রকোনা চলে যাওয়াই ভালো হবে। অঞ্জনের কাছে এ কথা শোনার আমি আর চন্দনা খুব ভয়ে বললাম "একমুর্হূত নয়, এক্ষুনি চলো"।

চলে আসলাম মধুটিলা, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ থেকে কিন্তু মনে যে মধুর আনন্দময় দিনগুলো স্মৃতির পাতায় অবসরের খোরাক হয়ে রইল তা সবসময় মনে থাকবে। ৯০

আত্মঘাতী

ক্ষুদীরাম দাস

এক.

সর্বশক্তি দিয়ে পি. আর. সাহেব গাড়ির দরজাটি খুললেন। রানাকে সজোরে এক লাথি দিয়ে টেনে হেঁচড়ে গাড়ি থেকে নামিয়ে আনলেন। আর সেই সাথে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে লাগলেন। আর দুই হাতে চরথাপ্পড় দিতেই চলেছেন। চিৎকার শুনে কারখানার সমস্ত লোকজন তাকিয়ে আছে। ভয়ে সকলেই কাঁপছে। কী জানি, হয়তো আজ তাদের কপালেও শনি আছে। কারণ, পি. আর. সাহেব একবার রেগে গেলে কাউকে ছেড়ে দেন না। এতে দোষ থাকুক, আর না থাকুক। পুরোনো বিষয় টেনে এনে হেনস্তা করতে থাকেন।

রানাকে সজোরে এক লাথি দিলেন। সাথে রানা 'ওমা গো' বলে মাটিতে বসে গেলো। প্রচণ্ড ব্যাথায় নাক চেপে ধরে কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে রইলেন। আর এদিকে চিৎকারে করে আর. পি. সাহেব হুঙ্কার দিতে থাকলেন। এক পা, দু' পা করে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে থাকলেন। একসময় রানার দিকে আবার তেড়ে আসলেন। রানার দুই কান টেনে ধরে তাকে দাঁড় করালেন। আর বলতে লাগলেন: হারামি কোথাকার! ঠিক মতো গাড়ি চালাতে পারিস না? কয়েকদিন পর পর গাড়ির এটা ক্ষতি হয় ওটা ক্ষতি হয় কেন? গাড়ির তেল এতো তাড়াতাড়ি শেষ হয় কেন? চুরি করিস্ নাকি? ধরতে পারলে জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়বো রে তোকে!

রানা অনুনয়ের সাথে বললো: স্যার, আমি কোনোদিন তেল চুরি করিনি!

পি. আর. সাহেব আরো ক্ষেপে গিয়ে বলতে লাগলেন: তোর এতো বড় সাহস, আমার মুখের উপর কথা বলিস? এই বলে আবারো রানাকে চড়থাপ্পড় দিতে থাকলেন। রানার কাছে সবই অসহ্য লাগছিলো। এদিকে কারখানার লোকজন যে যার কাজে মনোযোগ দিলো। তবে কেউ কেউ উঁকি ঝুঁকি দিয়ে সবই দেখতে থাকলো। এটা প্রতিদিনকার ঘটনা। আজ এর সাথে, কাল ওর সাথে ঘটনা ঘটেই থাকে। কারখানার মালিক বলে কথা! তাই পি. আর. সাহেবের কারখানায় মানুষ বেশি দিন টিকতে পারে না। কেউ কেউ হঠাৎ করে পালিয়েও চলে যায়। এটা মোটেও নতুন কিছু নয়।

হঠাৎ পি আর সাহেবের মোবাইলটি বেজে ওঠে। তাই মোবাইল রিসিভ করে তাড়াতাড়ি অফিসের দিকে চলে গেলেন। কারখানার অন্যান্য কর্মচারীরা সহানুভূতি দিতে দিতে রানাকে নিয়ে গেলো। কেউ একজন এসে বললো: পি. আর. সাহেব চলে গেছেন। একঘন্টার মধ্যে লন্ডন চলে যাবেন কোনো এক মিটিংয়ে যোগ দিতে।

এদিকে রানা অসুস্থ হয়ে গেলো। পি. আর. সাহেবের লাথির কারণে বুকে ভীষণ ব্যাথা অনুভব করছেন। দীর্ঘদিন কারখানায় কাজ করার সুবাদে কিছু লোকের সাথে বিশ্বস্ত বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিলো। তারা তাকে প্রায় সময় এসে সান্ত্বনা দিতে থাকে। একটা অটো বন্ধুরা ভাড়া করে এনে রানাকে নিয়ে হাসপাতালের দিকে রওনা হলো। খুব যত্নের সাথে রানাকে বন্ধুরা নিয়ে যাচ্ছে। একজন বন্ধু রানার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু কোনো সান্ত্বনা দেয়ার মতো ভাষা খুঁজে পেলো না। তখন রানা বলে উঠলো: ইচ্ছে করছে আজই চাকুরিটা ছেড়ে দিই।

বন্ধু অনেকটা অভিমানের সুরে বললো: তাহলে যাস না কেন? তোর উপর এতো অত্যাচার আমি সহ্য করতে পারি না। তোর তো এখান থেকে এখনই পালিয়ে যাওয়া উচিত।

রানা: চলে গেলো বাঁচবো কী করে ভাই! মাস শেষ হলে যে বেতন পাই, তা দিয়ে সংসার চালাই। একদিকে চাকুরির মায়া, তারপর সংসারের ছেলেমেয়ের দিকে তাকিয়ে সবই সহ্য করে যাচ্ছি। চাকুরি ছেড়ে দিয়ে কোথায় যাবো। তাছাড়া বয়স এখন বিয়াল্লিশ। এই বয়সে তেমন একটা ভালো চাকুরি পাবো বলে মনে হয় না। তাই মুখবুজে সহ্য করছি।

বন্ধু: মানুষ এতো খারাপ হতে পারে?

এক সময় রানা ঘুমিয়ে পড়লো কিছু সময়ের জন্যে। বন্ধুরা সকলে পি. আর. সাহেবের আচরণের জন্যে নানান কথা বলতে লাগলো। সকলের মুখেই পি. আর. সাহেবের উপর অভিশাপের সংলাপ। তাদের কথা শুনে মনে হবে এই মুহূর্তে তাকে কাছে পেলে সবাই মিলে ছিঁড়ে খাবে। একই রকমভাবে তাকেও রাস্তায় ফেলে মেরে ফেলবে। বুকে লাথি মারবে। বন্ধুরা একেকজন হুঙ্কার দিয়ে পরস্পরের সাথে কথা বলছে।

একসময় তারা হাসপাতালে চলে আসে। রানাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তাকে নিয়ে হাসপাতালে যায় সকলে। ডাক্তার দেখিয়ে তার চিকিৎসা করায়। একজন বন্ধু ডাক্তারের প্রেসকিপশন দেখিয়ে ফার্মেসী থেকে ঔষধ কিনে আনে। পরে তারা সকলে ওয়েটিং রুমে কিছু সময়ের জন্যে বসে। সকলে চুপচাপ কিছুক্ষণ রইলো। একসময় বন্ধুরা সকলে পরস্পরের দিকে তাকায়। কয়েকজন বন্ধু উঠে দাঁড়িয়ে এদিক সেদিক পায়চারি করতে থাকে। সকলেই যে যার মতো ভাবছে। একজন বন্ধু এক গ্লাস পানি এনে রানাকে ঔষধ খাইয়ে দেয়। রানা কিছু সময় আরাম করে চেয়ারে বসে থাকে।

কিছু সময় পর রানা সবাইকে বললো: এই অমানুষটা সোনার চামচ নিয়ে জন্মেছে তো তাই আমাদের মতো গরীবদের দুঃখ বুঝতে চায় না। টাকা আছে বলে যাচ্ছেতাই করছে। গরীবের উপর অত্যাচার সৃষ্টিকর্তা সইবে না।

একজন বন্ধু বললো ঃ সে তো আমাদের উপর দিনের পর দিন অত্যাচার করছে।

: তাহলে আমরা কী করবো? আমাদের কী করা উচিত?

: আমরা সকলে চাকুরি ছেড়ে চলে যাই।

: না না সেটা আমাদের ভীষণ বোকামী হবে।

: আমাদের চাকুরি ছাড়া যাবে না। চাকুরি আছে বলেই আমরা বেঁচে আছি। আর আমরা গরীব বলে তাদের মতো মানুষের কর্মচারী হয়ে রয়েছি।

: তাই বলে এভাবে আমাদের উপর অত্যাচার করবে?

: টাকাওয়ালারা এভাবেই আমাদের মতো অসহায়দের উপর অত্যাচার করে।

: ঠিক বলেছিস। এটা মোটেও নতুন কিছু নয়।

: ওদের মনের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ বলতে কিছুই নেই। নৈতিক শিক্ষা ওদের নেই। তাই ওদের মনের মধ্যে পশুত্ব কাজ করে। আমাদের মতো মানুষদের মানুষ বলে গণ্য করে না।

: ওরা ধনী লোক। ওদের জীবনই আলাদা।

: তাই বলে কি আমরা মানুষ নই? আমাদের উপর এভাবে অমানসিক নির্যাতন চালাবে? এভাবে আর কতোদিন।

রানা বন্ধুদের সব কথা শুনছিলো। সে উঠে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে চায়। মনের মধ্যে কোনো সিদ্ধান্ত বাসা বেঁধেছে। সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে তাকিয়ে দেখলো, লেখা আছে, ধুমপান স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর। তবুও মানুষ এই বিষয় পান করে। আমরা সকলেই বিষয় পান করি। সুতরাং বিষের জ্বালা আমাদের শরীরে রয়েছে। আমরা গরীব বলে কম দামী পান করি। আর ধনী বলে পি. আর. সাহেব দামী দামী সিগারেট পান করে।

ওরা সকলে উঠে দাঁড়ায়। আর তারা হাসপাতাল থেকে সকলে চলে যায়। কিছুদিন পর রানা সুস্থ হয়ে ওঠে।

বেশ কিছুদিন দিন পি. আর. সাহেব লন্ডন থেকে ফিরে আসে। তার কিছুদিন পর আবারও রানাকে মারধর করে। সেই সাথে আরো কয়েকজন কর্মচারীকেও মারধর করেছিলো। কাউ কাউকে গালাগালি করেছিলো। এভাবে অত্যাচারিত হতে হতে দিন চলে যেতে থাকে।

একদিন এক বয়স্ক দাড়োয়ানকে জুতা দিয়ে পেটালো। এটা দেখে কারখানার বয়স্ক কর্মচারীরা এগিয়ে এসেছিলো। কিন্তু তারা পি. আর. সাহেবকে কিছুই বলার মতো সাহস করলো না। বয়স্ক লোকটি জুতা পেটা খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে অফিসের দিকে চলে গিয়েছিলো। একজন সহকর্মীকে বলেছিলো: এই পি আর কে আমি ছোট বেলা থেকেই দেখছি। তাকে আমিও কোলে নিয়েছিলাম। কোলে করে নিয়ে তাকে গাড়িতে বসিয়েছিলাম। তাকে আমি অনেক আদর যত্ন করতাম। তার বাবা আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। অনেক শ্রদ্ধা করতেন। আর আজ আমি তার দ্বারা অপমানিত হলাম। আমার গায়ে এভাবে হাত তুললো! বয়স্ক লোকটি এর কিছুদিন পর মারা যায়। সকলেই বলতে থাকে, পি. আর. সাহেবের অপমান সহ্য করতে না পেরে বয়স্ক লোকটি মারা গেছে। সকলেই লোকটির জন্যে হাহুতাশ করেছিলো।

দুই.

একদিন শহর ঘুরতে রানা পি. আর. সাহেবের ছেলেমেয়ের নিয়ে বের হলো। সারাদিন তাদের নিয়ে ঘুরলো। একটি বাসের সাথে গাড়ির ঘষা লাগে। এতে সাদা গাড়ির একপাশ দাগ হয়ে যায়। দাগটি বিশ্রী রকমের হয়ে গেছে। গাড়ির সৌন্দর্য আর আগের মতো নেই। ছেলেমেয়েরাও আপসোস করছে; আর ঠিক বাবার মতোই রানাকে গালাগালি করতে লাগলো। তারা বললো: আজ আমরা সকলেই বাবার কাছে আপনার কথা বলবো। আপনি ইচ্ছে করেই গাড়ির এই ক্ষতি করলেন। বাবা আপনাকে আবারও মারবে।

রানা: আরে বাবা আমি তো আর ইচ্ছে করে এ রকম করিনি। এটা হয়ে গেছে। এটা দুর্ঘটনা।

ওরা হুঙ্কার দিয়ে বললো: আবার মুখে মুখে কথা বলছেন। আবার সাহস তো কম নয়। আজ বাবাকে অবশ্যই নালিশ করবো আপনার নামে।

রানা ওদের সাথে কোনো কথাই বললো না। শুধু মনে মনে ভাবলো, কপালে যা হবার তাই হবে।

গাড়ি চালাতে চালাতে একসময় বাড়িতে চলে এলো। দাড়োয়ান গেইট খুলে দিলেন। আর রানা গাড়িটি নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকলো। সাথে সাথে পি. আর. সাহেবের ছেলেমেয়েরা দৌড় বাবার রুমে গিয়ে রানার নামে বলে দিলো। সাথে সাথে পি. আর. সাহেব একটা লাঠি হাতে নিয়ে ছুটে এলো। আর রানাকে দেখতে পেয়ে ইচ্ছেমতো পেটাতে লাগলো। আর বলতে লাগলো: ছোট লোকের জাত। তোদের তিন পুরুষের এমন গাড়ি ছিলো নাকি রে। তোরা দেখেছিস এমন গাড়ি। আমার গাড়ির উপর অত্যাচার করিস। তোরা টাকা পয়সার মুখ দেখেছিস রে।

পি. আর. সাহেবের ছেলেমেয়েরা এসব দেখছিলো। তারা রানাকে আরো বেশি করে মারার জন্যে উস্‌কে দিতে লাগলো। বলতে লাগলো: আরো মারো দুষ্ট লোকটাকে, আরো বেশি করে মারো যেন চিরজীবন মনে থাকে।

রানা সমস্ত লাঠির আঘাত সইতে লাগলো। কিন্তু আজ অন্যদিনের মতো কিছুই করেনি রানা। শুধু দু'চোখের জল ফেলতে লাগলো। পি. আর. সাহেব ঘাড় ধাক্কা দিয়ে রানাকে বাড়ি থেকে বের করে দিলো।

হাঁপাতে হাঁপাতে পি. আর. সাহেব ঘরে ঢুকে গেলেন।

কেটে গেলো বেশ কয়েকটি মাস।

তিন.

ডিসেম্বর মাস। শীতকাল। কনকনে ঠাণ্ডা। পিকনিক আর ভ্রমণের যাবার উপযুক্ত সময়। পি. আর. সাহেব চিন্তা করলেন কয়েক দিনের জন্যে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের দৃশ্য দেখা দরকার। এবার তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন স্বপরিবারে কক্সবাজার যাবেন।

এজন্যে ফোনের মাধ্যমে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের নিকটবর্তী হোটেল ভাড়া করলেন এক সপ্তাহের জন্যে। এ খবর শুনে পি. আর. সাহেবের পুরো পরিবার খুশিতে গদগদ। অপেক্ষা করছে কবে সেই কাঙ্ক্ষিত দিন আসবে।

পি. আর. সাহেব রানাকে খবর পাঠালেন কক্সবাজার যাওয়ার জন্যে গাড়ি প্রস্তুত করতে।

রানা জানতে পারলো এবার পি. আর. সাহেবের পুরো পরিবার কক্সবাজারের উদ্দেশে একই গাড়িতে করে যাবে। আর তাকেই সেই গাড়ি চালাতে হবে।

আঘাত করার সীমা আছে। কষ্ট দেবারও সীমা আছে। অসহায়েরা নীরবে সবই সহ্য করে। কিন্তু থেকে যায় তাদের মনে আঘাতকারীদের উপর প্রচণ্ড ঘৃণা। সেই ঘৃণা থেকে জন্ম নিতে পারে তিক্ততার মহাপরিকল্পনা। শুধু সুযোগের অপেক্ষা। দেয়ালে পীঠ ঠেকে গেলে যা হয় সে রকমই কিছু একটা। অন্য কোনো উপায় না থাকলে অসহায়রাও একসময় তীব্র আঘাতের পরিকল্পনা করে। দুর্বলদের রোষানলে পড়ে গেলে যতই ক্ষমতাশালী হোক না কেন তাদের নিস্তার নেই। আর এই রোষানল জ্বলতে থাকে ঘৃণা থেকে। আক্রোশ তখন বেড়েই চলে। রানার মনের মধ্যে যেমন সেই আক্রোশ বেড়েই চলছে। এই আক্রোশ সুযোগ খুঁজছিলো দীর্ঘদিন থেকে।

একদিন রানা রাতের বেলায় বিছানায় ঘুমাতে ঘুমাতে চিন্তা করলো, এই সুযোগ কোনোভাবেই হাতছাড়া করা যাবে না। তীব্র আঘাত করবো। আত্মঘাতী আঘাত! এই আঘাত থেকে তার পরিবারের কেউ রক্ষা পাবে না। আমি আর বাঁচতে চাই না। এভাবে জীবনকে বাঁচিয়ে রেখে কোনো লাভ নেই। এই অমানুষের অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি। আর সহ্য করবো না। আর কষ্ট দেবার সুযোগ দেবো না। সমস্ত প্রতিশোধ নেবো। আর সেই প্রতিশোধ হবে দৃষ্টান্তমূলক। এখন শুধু সেই দিনের অপেক্ষা। আরাম করে নে, যত পারিস। তোর আর বেশি দিন নেই। আত্মঘাতী! আত্মঘাতী!! আত্মঘাতী প্রতিশোধ।

খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে রানা স্নান করে নেয়। তারপর ফুরফুরে মেজাজে পি. আর. সাহেবের বাড়িতে গাড়ি নিয়ে ঢোকে। তার পরিবারের সকলে কক্সবাজার যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত। বেশ সেজেগুজে রয়েছে সকলে। একে একে সকলে গাড়িতে বসলো। রানার পাশে পি. আর. সাহেব বসলেন।

রানা বললো: আমরা কি রওনা দিতে পারি?

পি. আর. সাহেব: হুম! খুব সাবধানে চালাও গাড়ি। দুপুর ১টার দিকে একটা ভালো হোটেলে থামিয়ে নিও। খাবার দাবার সেরে নেবো।

রানা মনে মনে চিন্তা করলো, সেই সুযোগ আর হবে না পি. আর. সাহেব। রানা গাড়ি রাস্তায় নামিয়ে খুবই সতর্কতার সাথে গাড়ি চালাতে লাগলো। রানা আগেই ঠিক করে রেখেছিলো কোথায় ঘটনা ঘটাবে। নিজের জীবন আজ নিজে শেষ করে দেবে। ক্ষোভের আগুনে জ্বলছে প্রতিটি মুহূর্ত। গাড়ি চলছে তো চলছে। একসময় ফাঁকা জায়গা দেখলো রানা। এখানে সামনে অথবা পেছনে কোনো লোকাল জায়গা বা কোনো বাজার নেই। গাড়িতে বসে থাকা প্রাণীগুলো বেশ মজা করছে। চারিদিকে তাকিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করছে। রানা দেখলো, পি. আর. সাহেব একটু ঘুম ঘুম ভাবের মধ্যে রয়েছেন। পেছনে সকলে হৈচৈ করছে। রানা মনে মনে বললো, ঘুমাও বাছাধন ঘুমাও। রানার উপর রানা দেখলো

সাহেবের অত্যাচারের ঘটনাটিগুলো একে একে মনে পড়তে লাগলো। আর রানা ফুঁসতে লাগলো। গাড়ি গতিও বাড়াতে লাগলো তীব্র থেকে তীব্র গতিতে। রানা দেখতে পেলো তার গাড়ির গতি অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে। আর বিপরীত দিক থেকেও গাড়িগুলো তীব্র গতিতে ছুটছে। একটি বড় লাল রঙের ট্রাক ঝড়ের গতিতে এগিয়ে আসছে। রানাও গাড়িটির গতি আরো বাড়িয়ে দিলো। রানা দেখলো সাহেবের স্ত্রী বুঝতে পারলেন গাড়ির গতি বেড়ে গেছে অস্বাভাবিক গতিতে। তিনি রানাকে এতো জোরে গাড়ি চালাতে নিষেধ করছেন। চিৎকার করে বলছেন যেনো গাড়ির গতি আরো কমানো হয়। কিন্তু না, রানা তার কথা শুনলো না। বরং জানিয়ে দিলো এটাই আপনাদের জন্যে শেষ গতি। আর রানা ডান দিকে হালকা মোড় নিয়ে লাল রঙের বড় ট্রাকের নিচে ঢুকিয়ে দিলো।

দূর থেকে মানুষজন বিকট আওয়াজ শুনতে পেয়ে ছুটে এলো। রানার গাড়ির অস্তিত্ব রইলো না। গাড়িটি টুকরো টুকরো হয়ে চারিদিকে পরে রইলো। গাড়িতে থাকা প্রত্যেকটি মানুষের দেহের টুকরো রাস্তার উপর, রাস্তার পাশে জমিতে পড়ে রইলো। কোন মাথা কোনদিকে ছুটে গেছে বোঝা যাচ্ছে না। লাশের টুকরোগুলো রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। পিছঢালা রাস্তায় লাল রক্তের বন্যা বইয়ে গেছে যেনো। কুকুরের দল মাংসের টুকরোগুলো কাড়াকাড়ি করে খেয়ে নিচ্ছে। আর কুকুরগুলোর মধ্যে তুমুল ঝগড়া আর মারামারি শুরু হয়ে গেলো। কয়েকজন লোক লাঠি হাতে ওদের তাড়া দৌড় দিলো। তার আগেই মানুষের মাংসের বেশ কিছু টুকরো ঘাপাঘাপ খেয়ে নিয়েছে।

'আহা! সে কী করুণ দৃশ্য! আহা রে কীভাবে হলো দুর্ঘটনা। দু'দিনের দুনিয়াতে কতোদিন আর মানুষ বেঁচে থাকে। আজ আছি তো কাল নাও থাকতে পারি। নিঃশ্বাসের কী আর বিশ্বাস আছে। কে কখন মারা যাবো, আমরা সেটা বলতে পারি না।'-এভাবে অনেক কথা মানুষের মুখে মুখে। কেউ আবার চোখের জলও ফেলেছে। দুর্বলচিত্তের মানুষগুলো ধারে কাছেও আসেনি। এমন করুণ দৃশ্য তাদের সহ্য হবে না বলে তারা দূরে থেকেই সব খবর শুনেছে। সাংবাদিকরা ছুটাছুটি করছে সংবাদ সংগ্রহের জন্যে। পি.আর. সাহেবের কিছু পোষা সাংবাদিকও ছিলো। যারা তার পক্ষেই সাফাই গাইতো।

কিন্তু দুর্ভাগ্য! রানা সম্পূর্ণ জীবিত; তবে অজ্ঞান হয়ে ধানক্ষেতে চিৎ হয়ে পরে আছে। এদিকে ট্রাকটিও রাস্তার পাশের গাছের সাথে ধাক্কা লেগে কাৎ হয়ে রয়েছে। ড্রাইভার আহত হয়েছেন। ট্রাকে থাকা জিনিসপত্র রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

একটি অ্যাম্বুলেন্স এসে রানা ও ট্রাক ড্রাইভারকে হাসপাতালে নিয়ে গেলো।

পি.আর. সাহেব একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাই সেখানে দুর্ঘটনার খবর খুব দ্রুতই ছড়িয়ে পড়লো। দুর্ঘটনাস্থলে মানুষে পরিপূর্ণ হলো। সকলেই হাহুতাশ করতে লাগলো। পুলিশের লোকজন বাঁশি দিয়ে মানুষকে সরে যেতে বলতে লাগলেন।

দুর্ঘটনার কথা কারখানার কর্মচারীদের কানে যেতে বেশি সময় হলো না। ওরা শুনতে গেলো রানাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। আর তাই দুর্ঘটনা স্থলে যাওয়ার আগে তারা সকলে রানাকে দেখার জন্যে হাসপাতালে রওনা দিলো।

হাসপাতালে জ্ঞান ফিরলে রানা বুঝতে পারলো বাম পা থেতলে যাওয়া ছাড়া তার আর কিছু হলো না। রানা তাকিয়ে দেখলো, তার চারিদিকে কারখানার বন্ধুরা দাঁড়িয়ে আছে।

একজন রানার গায়ে হাত রেখে বললো, কেমন আছিস রানা?

রানা তার দিকে তাকালো। এরপর সকলের তাকিয়ে রইলো বেশ কিছুক্ষণ।

পর্তুগালের জব ভিসা

Global Village Academy
YOUR DREAM, OUR RESPONSIBILITY

এই প্রথমবার পর্তুগালে জব ভিসা প্রসেসিং করার সুযোগটি পেলাম।
এছাড়া ইউরোপের আরো কয়েকটি দেশের সীমিত সংখ্যক জব ভিসার সুযোগ আছে।
আগ্রহী প্রার্থীগণ আজই যোগাযোগ করুন।

স্টুডেন্ট ভিসা : Japan / South Korea / China / Australia / Canada / Usa / Uk / Newzeland / Malta / Italy and Many More.

আমরা Student Visa ও Visit Visa-র জন্য Financial Sponsorship ও Bank Support-র বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকি।
বি. দ্র.: বর্তমানে স্বপরিবারে Canada-Australia ও USA যাবার সুবর্ণ সুযোগ চলছে।

খ্রিস্টান মালিকানা দ্বারা পরিচালিত আমরাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাদের Foreign Admission & Visa Processing-এ দুই দশকের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে।

Global Village Academy
STUDY ABROAD CONSULTANTS

Head Office:
House-11 (2nd Floor), Road-2/E, Block-J, Baridhara, Dhaka-1212
+88 01894-767125
+88 01911-052103
globalvillageacademybd
info@globalvillagebd.com

বিজ্ঞ/২৩১/২৪

বাংলার জনপদ থেকে

উপাসনায় ভাষার ব্যবহার

ফাদার সুনীল রোজারিও

ছোটবেলা যখন গির্জায় যেতে শুরু করেছি- একঘন্টা বসে থাকতে অস্থির লাগতো। ভাষা দুর্বোধ্য, যাজক অন্যদিকে মুখ রেখে খ্রিস্টযাগ অর্পণ করতেন। উপদেশ দিতেন বাংলায়। বিদেশি ফাদারের বাংলা এবং লম্বা উপদেশ- সেটাও ছিলো দুর্বোধ্য। তৃতীয় শ্রেণিতে উঠে সেবক হতে শুরু করলাম। ল্যাটিন ভাষায় উত্তর দিতে হতো। বুঝতাম না কিছুই, তবুও ভুল করা যাবে না। কিন্তু গ্রেগরিয়ান সুরে ল্যাটিন গানগুলো উচ্চ-কণ্ঠে গাইতাম- ভালো লাগতো। ঝড়, বৃষ্টি, শীতের মধ্যেও দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তগণ পায়ে হেঁটে মিশায় আসতেন। মিশায় যোগদান না করাটা পাপ মনে করতেন। কারণ ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার তৃতীয় আজ্ঞায় বলা হয়েছে, "রবিবারদিন বিশ্রাম করিয়া তাহা শুদ্ধভাবে পালন করিবে।" তখন রবিবার ছিলো আদিষ্টদিন। কমিউনিয়ন গ্রহণের তিনঘন্টা আগে থেকেই উপোস থাকতে হতো।

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পর খ্রিস্টযাগ, উপাসনায় বড় ধরনের পরিবর্তন এলো। যাজকগণ ভক্তদের দিকে ফিরে খ্রিস্টযাগ অর্পণ শুরু করলেন। খ্রিস্টযাগ শুরু হলো বাংলায়। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে নতুন যজ্ঞরীতি পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর ক্যাথলিক চার্চ এবং স্থানীয় মণ্ডলীতে নিজ নিজ ভাষায় অনুবাদ করে ব্যবহার শুরু হয়। এবার প্রবীণদের অনেকে ধর্ম গেলো গেলো বলে অসন্তোস প্রকাশ করতে লাগলেন। সবকিছু ঠিকঠাক হতে সময় লেগেছিলো। ভাটিকান মহাসভার পর থেকে চার্চের উপাসনার রীতিনীতি, ব্যবহৃত ভাষায় পরিবর্তন এসেছে। ভাষা মৃত নয়- সচল। তাই যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবর্তন অনিবার্য। তবে বিশেষ করে উপাসনায় পরিবর্তন আসলেও- পরিবর্তনের কারণ, ব্যাখ্যা কিন্তু তেমনভাবে দেওয়া হয় না। আগে জয়পরমেশ্বর গানের সময় বসতে হতো- এখন দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। আগে মূল বেদিতে দাঁড়িয়ে যাজকগণ খ্রিস্টযাগ শুরু করতেন- এখন বেদির পাশ থেকে শুরু হয়। গ্রামের সাধারণ খ্রিস্টভক্ত এই অদল বদলের আধ্যাত্মিক দিকগুলো জানেন না। অনেকে দাঁড়ান না, হাঁটু দেন না- কি আসে যায় তাতে। তারা মনে করেন- এগুলো না করলে ভক্তি ফুরিয়ে যাবে না- ঈশ্বরও বেজার হবেন না।

উপাসনায় ব্যবহৃত ভাষা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়- এজন্যে যে, ভাষার মধ্যদিয়েই ভক্তগণ ঈশ্বরের সান্নিধ্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। ভাষা যদি ভক্তের কাছে বোধগম্য না হয়- তাহলে তার দেবতার নাগাল পাবেন কি প্রকারে। উপাসনার ভাষা হতে হবে মধুর ও সহজ যেনো ভক্তের অন্তর ছুঁয়ে যায় এবং সে যেনো ভাষার মধ্যদিয়ে মনের ভাব, জীবনের আকুতি প্রকাশ করতে পারেন। কোনো কোনো প্রার্থনায় সাধু ভাষা যদি ভক্তের পছন্দের হয়- সেটাই থাক না। একসময় "আমেন" শব্দটি বাদদিয়ে বাংলায় "তথাস্তু" বলার নির্দেশনা ছিলো। আবারো বদলে আমেন করা হলো।

খ্রিস্টযাগ অর্পণের নিয়মনীতি বিষয়ক "প্রভুর স্মরণোৎসব" গ্রন্থটির কলেবর, অবয়ব, ভাষা, ইত্যাদির পরিবর্তন ও পরিমার্জন ক'রে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে "খ্রীষ্টযাগ রীতি প্রভুর স্মরণ-উৎসব" গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়েছে। গ্রন্থটির ভূমিকায় বলা হয়েছে, "বাংলা অনুবাদ যেন অতিমাত্রায় ল্যাটিন বা ইংরেজী-ঘেষা না হয়ে বরং বাংলা ভাষাগত দিক থেকে পাঠ করতে ও শ্রবণ করতে মাধুর্য ও সাবলীলতা বজায় থাকে, সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়েছে।" ভূমিকায় বলা হলেও আদতে বইটিতে যে ধরনের ভাষা ব্যববহার করা হয়েছে- তা অপ্রচলিত এবং এক কথায় সাধারণ ভক্তের কাছে দুর্বোধ্য। শব্দ চয়ন, বাছাই এবং বাক্য বিন্যাস মাধুযমর্য় ও সাবলীল হয়নি। আমি যখন খ্রিস্টযাগ অর্পন করি- মাথায় রাখি উপস্থিত ভক্তদের। উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ চার্চ সেন্টার আদিবাসীদের মধ্যে- যাদের বাংলা বোঝার জ্ঞান এখনো সীমিত। এমনকি বাঙালিদের মধ্যেও অনেকে বলতে পারবেন না "খেরুব" কাদের বলা হয়েছে। বিশেষ করে বন্দনাগুলোতে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে- তা সু-পাঠ্য ও সাবলীল নয়। ভূমিকায় অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে, "প্রথম দিকে পরিবর্তিত বা সংশোধিত অংশগুলো এবং প্রত্যুত্তরগুলো ব্যবহারে কিছুটা অসুবিধা হলেও অতিসত্ত্বর তা যাজকগণ ও ভক্তজনগণ- উভয়ের জন্যই সহজতর হয়ে উঠবে।" সত্যি বলতে কি, একজন যাজক হিসেবে আজো আমার কাছে সহজতর হয়ে ওঠেনি। খ্রিস্টীয় সাহিত্যে বাংলা শব্দের সঠিক ব্যবহারের জন্য বাংলা একাডেমি কর্তৃক অনুমোদন মেনে চলার অনুরোধ রইলো।

প্রসঙ্গক্রমে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত জুবিলী বাইবেলে বর্ণিত ভাষা সম্পর্কেও অনেকের অনেককিছু বলার আছে। এ বাইবেলের ভাষাও সু-পাঠ্য নয়। বিদেশি মিশনারিগণ যেভাবে বাংলা বলেন- এ বাইবেলের ভাষা অনেকটা তেমন। দু'একটি পরিবারে হয়তো এই জুবিলী বাইবেল পাওয়া যেতে পারে। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে ধরুণ যদি কুড়ি হাজার কাথলিক পরিবার থাকে, তবে কুড়ি হাজার বাইবেলও থাকার কথা ছিলো। সব পরিবার মিলে এক হাজার জুবিলী বাইবেল পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। সে তুলনায় বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন আকারের বাইবেল বেশি জনপ্রিয়, দামে কম- এবং এমন একটি ইউনিক বাইবেলীয় ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে- যা মনোযোগ আকৃষ্ট করে। আমরাও বিভিন্ন প্রশিক্ষণে এ বাইবেলগুলো ব্যবহার ও বিতরণ করে থাকি। অন্যদিকে, সজল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত মঙ্গলবার্তার ভাষা যেমন সাবলীল তেমনি সু-পাঠ্য ও মধুর। যারা খ্রিস্টীয় সাহিত্য নিয়ে লেখালেখি করেন, তারা প্রয়োজনে মঙ্গলবার্তা থেকে উদ্বৃতি দিয়ে থাকেন- জুবিলী বাইবেল থেকে নয়। আমি মনে করি, পরিবারে ধর্মশিক্ষা জোরদার করতে হলে প্রত্যেক পরিবারে কমপক্ষে একটি করে বাইবেল থাকতে হবে- যে বাইবেলের ভাষা হবে সাবলীল ও মধুর।

এতকাল ধরে পশ্চিমবঙ্গ থেকেই বাইবেল, উপাসনা এবং খ্রিস্টীয় সাহিত্যের বই প্রকাশিত হতো। এখনো তাদের বই প্রকাশিত হচ্ছে এবং আমরা খ্রিস্টযাগে সেগুলো ব্যবহার করছি। কোলকাতায় গেলে আর না হলেও দু'একটি বাংলা ধর্মীয় বই সঙ্গে নিয়ে আসি। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলা, সে কারণে বংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলীকেই ওপারের উপর নির্ভরশীল না হয়ে খ্রিস্টীয় সাহিত্য প্রকাশে বেশি উদ্যোগ নিতে হবে। খ্রিস্টযাগে ব্যবহৃত ভাষা এখনো দুই বঙ্গে দুইরকম হয়ে আছে। বিশেষ করে খ্রিস্টযাগে ব্যবহৃত ভাষা একরকম করার অনুরোধ রইলো। দুই বঙ্গের কাথলিক বিশপদের এব্যাপারে একসঙ্গে কাজ করতে হবে এবং যৌথ উদ্যোগে খ্রিস্টীয় সাহিত্য প্রকাশ করতে হবে। তাতে করে শ্রম এবং অর্থেরও সাশ্রয় হবে। সিনোডাল মণ্ডলী নিয়ে আলোচনার এই সময়টিকে প্রত্যেক পরিবারে একটি করে "সিনোডাল বাইবেল" উপহার দিলে অর্থবহ হতো। পাঠকদের প্রতি রইলো শুভেচ্ছা।

আসিসির সাধু ফ্রান্সিস

আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের জন্ম ইতালীতে, আসিসি নগরে, ১১৮২ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ছিলেন ধনী ব্যবসায়ীর সন্তান, আমোদপ্রমোদে জীবন যাপন করতেন। তাঁদের বাড়ীর কাছে যে ধর্মপল্লীটি ছিল সেই ধর্মপল্লীর স্কুলে ফ্রান্সিস প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। বন্ধুদের নিয়ে ফ্রান্সিস একটি দল গঠন করেন। তাঁরা জাঁকজমক পোশাক পরিধান করতেন, গান, নাচ ও কৌতুক করতেন। তাঁরা যে কোন অনুষ্ঠানই করতেন না কেন শেষে এক মহাপ্রীতিভোজে অংশ গ্রহণ করতেন। প্রীতিভোজে তাঁরা মদ্য পানও করতেন।

বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কাজে বিশেষভাবে ব্যবসায়িক কাজে বাবাকেও সাহায্য করতেন। ফ্রান্সিস ছিলেন খুবই হাসিখুশী ও প্রফুল্ল চিত্তের মানুষ। তাই তিনি অতি সহজেই ক্রেতাদের আকর্ষণ করতে পারতেন। ফ্রান্সিস খুব বুদ্ধিমান ও চালাক ছিলেন। কিন্তু তাঁর বড় দোষ ছিল তিনি যে টাকা পয়সা উপার্জন করতেন সব টাকাই আমোদ প্রমোদে ব্যয় করতেন।

ফ্রান্সিসের দু'টি বড় গুণ ছিল। গরীবদের উদার হস্তে তিনি প্রচুর অর্থ দান করতেন। তিনি ভাবতেন গরীব-দুঃখীদের দান করলে ঈশ্বর তা আবার শতগুণে ফিরিয়ে দিবেন। বন্ধুদের কখনও মেয়েদের উত্ত্যক্ত করার সুযোগ দিতেন না। মেয়েদের তিনি অনেক সম্মানের চোখেই দেখতেন।

একদিন তাঁদের দোকানে খুবই ব্যস্ত ছিলেন। একজন ভিক্ষুক এসে কিছু ভিক্ষা চাইলেন! ফ্রান্সিস প্রথমে কিছুটা বিরক্ত হলেন। কিন্তু পরে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং তাঁকে ডেকে এনে কিছু ভিক্ষা দিলেন। সেই সন্ধ্যায় তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন আর কখনও খালি হাতে কোন গরীব লোককে ফিরিয়ে দিবেন না। ঈশ্বরের ভালবাসায় তাঁদের সাহায্য করবেন।

তাঁদের নিজেদের শহর ও প্রতিবেশী শহরের মধ্যে একটি যুদ্ধ বেঁধে গেল। ফ্রান্সিস নিজ শহর রক্ষার্থে যুদ্ধে যোগ দিলেন। কিন্তু অন্যান্য কিছু যুবকদের সাথে ফ্রান্সিসও কারাগারে বন্দি হলেন। কিন্তু কারাগারেও ফ্রান্সিস উৎফুল্ল থাকতেন এবং অন্যান্য কারাবন্দীদের সাথে কৌতুক করতেন। তিনি গান করতেন, হাসাহাসি ও খেলাধূলা করতেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গীরা এসব পছন্দ করতেন না। তাঁরা তাঁকে বলতেন, এখন এসব করার সময় না। আমাদের জন্য মূল বিষয় হল কখন কারাগারের এই অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি পাব। উত্তরে ফ্রান্সিস তাঁদের এই বলে সান্ত্বনা দিতেন, ভয় পাবার কিছু নেই, ভাল দিন একদিন আসবেই। এর কিছুদিন পরেই তাঁরা মুক্তি পেলেন।

কারাগার থেকে মুক্তির পর ফ্রান্সিস খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর মা কয়েক মাস সেবা দিয়ে তাঁকে আবার সুস্থ করে তুলেন।

সুস্থ হয়ে একদিন ফ্রান্সিস মুক্ত বাতাসে হাঁটাহাঁটি করছিলেন। এই প্রথম তাঁর মনে হলো যে তিনি অযথা সময় নষ্ট করছেন। এর চেয়ে ভালভাবে তিনি সময় ব্যবহার করতে পারেন এবং সুখ্যাতি অর্জন করতে পারেন। তাঁর খুব ইচ্ছা হলো সামরিক বাহিনীর সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত হবে। তাঁদের সৈন্যদল যেখানে যুদ্ধ করছিলেন সেখানে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি যাচ্ছিলেন। কোন রাতে পথিমধ্যে ঘুমের মধ্যে তিনি একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন, ফ্রান্সিস, তুমি কোথায় যাচ্ছ? তুমি কি সেনাপ্রধান হতে চাও? কেন তুমি তোমার প্রভুকে অস্বীকার করছ?

ফ্রান্সিস বুঝতে পারলেন কণ্ঠস্বরটি ঈশ্বরের কাছ থেকেই। কিন্তু এর অর্থ তিনি বুঝতে পারলেন না। ফ্রান্সিস আবার আসিসিতে ফিরে গেলেন। পুরানো সঙ্গীদের সাথে আর আগের মত আমোদ প্রমোদে অংশগ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি তাঁর জীবন পরিবর্তন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন।

ফ্রান্সিস বুঝতে পারলেন প্রভু যিশুখ্রিস্টকেই তাঁকে সেবা করতে হবে। তাই তাঁকেও যিশুর মত দীন দরিদ্র হতে হবে। তাঁকে খুব সাধারণ জীবন যাপন করতে হবে।

এরপর থেকে ফ্রান্সিস নিয়মিত ভাবে বাইবেল পাঠ এবং পাঠের উপর ধ্যান করতে শুরু করলেন। গোপনে নিজেকে আড়াল করে তিনি অনেক প্রার্থনা করতেন। তিনি যেন তার পুরানো জীবনে ফিরে না যান সেজন্য ঈশ্বরের শক্তি ভিক্ষা করতেন।

গরীব লোকদের দান দক্ষিণা এবং গরীব ধর্মপল্লীগুলোর জন্য উপসনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিস পত্র কিনে দিতে গিয়ে সব টাকা-পয়সা খরচ করে ফেলতেন, এমন কি নিজের দামী সুন্দর জুতা কাপড়-চোপড়ও বিক্রি করে দিতেন। তিনি মনে প্রাণে একজন ভিক্ষুকের মত গরীব হতে চাইতেন।

রোমে তীর্থ করে দরিদ্রতার জীবনে শিক্ষানবিস হিসাবে তিনি প্রবেশ করতে চাইলেন। সাধু পিতরের কবরে গিয়ে টাকার থলিটি তিনি সম্পূর্ণ খালি করলেন। গির্জার দরজার কাছে যে ভিক্ষুকটি ছিলেন নিজের কাপড়টি তাঁকে দিয়ে তার কাপড়টি নিজে পড়লেন। আসিসির ধনী ব্যবসায়ীর ছেলে ফ্রান্সিস এখন তীর্থস্থানে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করছেন। যখন তিনি কিছু সংগ্রহ করতেন অন্য ভিক্ষুকগুলোর কাছে গিয়ে তা দিয়ে দিতেন। পরে নিজের পোশাকটি আবার পরে আসিসি চলে গেলেন। ফ্রান্সিস বুঝতে পারলেন সমস্ত প্রলোভন অতিক্রম করার জন্য এখনও তাঁর অনেক কিছু করার বাকি আছে। কুষ্ঠরোগীদের প্রতি তাঁর বিরক্তিভাব ছিল। যখনই তিনি কুষ্ঠরোগীদের হাসপাতালে কাজ করতেন তিনি নাক বন্ধ করে তাড়াতাড়ী সেই স্থান ত্যাগ করে চলে যেতেন। একদিন ফ্রান্সিস গ্রামাঞ্চলের দিকে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর সামনে একজন কুষ্ঠরোগীকে দেখতে পেলেন। প্রথমে তিনি চেয়েছিলেন অন্যদিকে চলে যেতে। কিন্তু পরে তিনি ঘোড়া থেকে নামলেন, পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে তাকে দিলেন। নিজের ঘৃণাকে পরিহার করে হাতের আঙুলে কুষ্ঠরোগের পচনের মধ্যে চুমু খেলেন। পরের দিন ফ্রান্সিস হাসপাতালে গিয়ে সকল কুষ্ঠ রোগীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। অনেক দয়া এবং ভালবাসায় তাঁদের সেবা দিলেন।

অন্যান্য অনেক চ্যাপেলের মধ্যে ফ্রান্সিস সাধু দামিয়ানের চ্যাপেলেটিতে গিয়ে প্রার্থনা করতে খুব ভালবাসতন। চ্যাপলটি অনেক পুরানো ও বিভিন্ন স্থানে ফাটল ছিল। চ্যাপেলটির ভিতরে কাঠের ক্রুশের উপর ক্রুশ বিদ্ধ মূর্তি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই মূর্তির দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস ঐকান্তিকভাবে প্রার্থনা করতেন, "প্রভু, আমাকে আলোকিত কর। আমাকে বলে দাও, আমাকে কি করতে হবে"? চ্যাপেলের সেই ক্রুশটি থেকে এই কণ্ঠ ভেসে এল, "আমার গৃহটি ভেঙে পড়ছে। যাও, এটাকে মেরামত কর"।

ফ্রান্সিস কাপড়ের রোল বিক্রি করে দিলেন। সবচেয়ে ভাল ঘোড়াটিও বিক্রি করে দিলেন। এভাবে টাকা সংগ্রহ করে চ্যাপেলে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুরোহিতের কাছে টাকাগুলো দিতে গেলেন। কিন্তু ফ্রান্সিসের বাবার ভয়ে ফাদার টাকাগুলো নিতে চাইলেন না। ফ্রান্সিস টাকাগুলো জানালার কাছে ফেলে রেখে বাড়ী ফিরে এলেন। ফ্রান্সিসের বাবা পিটার বার্ণাডিন ব্যবসায়িক কাজ সম্পন্ন করে যখন বাড়ী ফিরে আসলেন ঘোড়া ও কাপড়গুলো দেখতে না পেয়ে রেগে গেলেন। দেহ-মনে অনেক রাগ নিয়ে তিনি সাধু ডমিনিকের চ্যাপেলে ছুটে গেলেন। চ্যাপেলের সহজ সরল সাধারণ পুরোহিতটির সাথে অনেক রাগ করলেন। পরে অবশ্য তিনি দেখতে পেলেন

টাকাগুলো জানালার কাছে পরে আছে। বাবার ভয়ে ফ্রান্সিস গুহায় গিয়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখলেন। তাঁর মা গোপনে তাঁকে খাবার দিয়ে আসতেন। ফ্রান্সিস যাবার সময় বেশ কিছু টাকা নিয়ে গিয়েছিলেন। ফ্রান্সিসের বাবা শহরের ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়ে অভিযোগ করে ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বললেন। ফ্রান্সিস যেন সমস্ত টাকা ফেরত দেয় সেজন্য তাঁর উপর চাপ প্রয়োগ করতে বললেন। কিন্তু ফ্রান্সিস ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে হাজির হতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি দৃঢ় চিত্তে বললেন "ঈশ্বর ব্যতিত আমার কোন গুরু নেই।" ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে হাজির হতে আমি বাধ্য নই। ফ্রান্সিসের বাবা কোন উপায় না দেখে বিশপের কাছে গিয়ে ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন। বিশপ ফ্রান্সিসকে ডেকে অনেক বুঝালেন এবং বাবাকে সব ফেরত দিতে বললেন। ফ্রান্সিস সবকিছু এমন কি নিজের পরনের কাপড়টিও খুলে বাবাকে ফেরত দিয়ে দিলেন। ফ্রান্সিস বললেন, স্বর্গস্থ পিতা ছাড়া আমার কিছু প্রয়োজন নেই। ফ্রান্সিসের ব্যবহারে বিশপ খুব খুশী হলেন এবং আলিঙ্গণ করলেন। ফ্রান্সিসকে বিশপ নিজ বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং পরনের কাপড় দিলেন। কাপড়টি দেখতে যাজকের ক্যাসকের মতই ছিল। কিন্তু ক্রুশ চিহ্ন করে তিনি যখন পোশাকটি পড়তে যাবেন ডাকতদের কবলে পড়লেন। ডাকাতগণ তাঁকে অনেক মারধর করলেন এবং তাঁর পোশাকটি কেড়ে নিয়ে চলে গেলেন।

ফ্রান্সিসের আর কিছুই রইল না। ফ্রান্সিসকে নিজের জন্য কিছু খাবার ও কাপড় কিনতে হলো। কিছু সময় তিনি একটি মঠে রান্নাঘরে কাজ করতে লাগলেন। কিন্তু পরে আবার আসিসি শহরে চলে গেলেন সাধু দামিয়ানের গির্জাটি পুনঃনির্মাণ করার জন্যে। তাঁর নিজের যেহেতু কোন টাকা ছিল না, রাস্তঘাটে, জন জমায়েতে তিনি গান গাইতে লাগলেন। কেউ কেউ তাঁকে দেখে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগলেন আবার কেউ কেউ তাঁকে কিছু টাকা দান করলেন। গির্জাটির সংস্কারের জন্য মানুষের কাছ থেকে পাথরও সংগ্রহ করলেন। ফ্রান্সিস কাঁধে করে পাথর-গুলি সাধু দামিয়েন গির্জায় নিয়ে আসলেন। এরপর তিনি চ্যাপেলটির পুনর্নির্মাণ কাজে পুরোপুরি হাত দিলেন। চ্যাপেলের পুরোহিত দিনে দু'বার তাঁকে খাবার দিতেন।

ফ্রান্সিস মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করতেন। কেউ তাঁকে কিছু খাবার আবার কেউ সবজি অথবা কেউ তাঁকে সসা দিতেন। এসব খেয়ে তিনি জীবন ধারন করতেন। নানা জাতের মিশ্রিত এই খাবার যদিও নিজ বাড়ীর মত এত সুস্বাদু হতো না তবুও আনন্দিত মনে তাই খেয়েই শক্তি যোগাতেন। বাবার সাথে কখনও দেখা হতো। বাবা রাগ করতেন, উপহাস করতেন, তীব্র কটুক্তি করতেন। কিন্তু ফ্রান্সিস কোন কিছু না বলে নিরবে সহ্য করতেন। তাঁর ছোট ভাই অন্য আরেকজনের মাধ্যমে ফ্রান্সিসকে উপহাস করে বললেন, দু'টাকায় তাঁর মিষ্টিগুলো বিক্রি করবেন কিনা? ফ্রান্সিস মিষ্টি হাসি দিয়ে বললেন, আমার মিষ্টিগুলো ইতিমধ্যে আমার প্রভু ঈশ্বরের জন্য ভাল মূল্যে বিক্রি হয়ে গেছে। ভিক্ষে করে ফ্রান্সিস যা পেতেন তার কিছু অংশ গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছেন কিছু অংশ সাধু দামিয়েন গির্জার সংস্কারের কাজে ব্যবহার করেছেন।

ফ্রান্সিস একাকী নিরব ধ্যান ও প্রার্থনায় অনেক সময় কাটাতেন। নিজেকে তিনি সাধারণ রূপে গরীবদের সেবায় সমর্পণ করলেন। বন্ধুদের অনেক ঠাট্টা কটুক্তি তাঁকে শুনতে হত। দস্যুদের নিষ্ঠুর আচরণের মুখোমুখি হতে হতো। এরকম একদিন কয়েকজন ডাকাত তাঁকে পাগল লোক মনে করে একটি গভীর ডোবার মধ্যে ফেলে দিলেন। ডাকাত দল চলে যাবার পর ফ্রান্সিস অনেক কষ্টে নিজে নিজে ডোবা থেকে উঠলেন এবং ঈশ্বরের মহিমা গান করতে করতে চলে গেলেন।

সাধু দামিয়েনের চ্যাপেলটি মেরামত করার পর আসিসি শহরের প্রবেশ দ্বারে পিতরের বেদীটিও তিনি সংস্কার কাজে মনোযোগী হয়েছেন। এরপর তিনি সুবাসিওর (Subasio) ছোট তীর্থ মন্দিরটিও মেরামত করে দেন। এভাবে ভিক্ষা করেই ফ্রান্সিস পুরানো গির্জাগুলোর সংস্কার সাধন করেছেন। পবিত্র মনে তিনি মানুষের কাছে যে আবেদন করতেন মানুষের হৃদয় তা স্পর্শ করত। এবং মানুষও উদারভাবে দান করতেন।

ফ্রান্সিস ও তাঁর অনুসারীগণ যে বিভিন্ন গির্জা ঘরই সংস্কার করেছেন তা কিন্তু নয়। তাঁরা মানুষের আত্মারও মেরামত করেছেন। আধ্যাত্মিকভাবে মানুষের অনেক পরিচর্যা করেছেন। পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট ফ্রান্সিসকে নিয়ে একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। স্বপ্নটি ছিল এরকম যে সাধু যোহন লাটারেনের মহামন্দির দোলায়মান দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে কখন যেন পড়ে যাবে। ফ্রান্সিস সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছেন মহামন্দিরটি যেন পড়ে না যায়। তখন একজন দুদর্শাগ্রস্ত লোক এগিয়ে এসে তাঁর কাঁধের উপর খুঁটির মত মহামন্দিরটি তুলে ধরলেন। "পতিত মন্দির বা গির্জা খুঁটির মত শক্ত করে তুলে ধরাই ছিল ফ্রান্সিসের মহান ও প্রধান আহ্বান।

ফ্রান্সিসের শিষ্যের সংখ্যা যখন ১২ হলো তাঁরা মণ্ডলীর আশীর্বাদ ও অনুমোদনের জন্য রোমে গেলেন। তাঁদের পরনে ছিল ভিক্ষুকের মত একই রকমের পোশাক। তাঁদেরকে দেখতে পেয়ে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট ফ্রান্সিসকে চিনতে পারলেন যাকে তিনি স্বপ্নে দেখেছেন। ফ্রান্সিসকে পোপ এই ধর্মসংঘে প্রথম সংঘ প্রধান হিসাবে নিয়োগ দিলেন। তাঁকে ডিকন পর্যায়ে উন্নীত করলেন। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে সেই মুহূর্তে ফ্রান্সিস পুরোহিতের মর্যাদা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন।

বনে আগুন লাগলে সেই আগুন যে ভাবে বৃদ্ধি পায় ফ্রান্সিসের কাজও একই ভাবে বিস্তৃত ও বৃদ্ধি পেতে লাগল। মানুষ দলে দলে ভিড় করে ঈশ্বরের পবিত্রতা ও মহিমান্বিত জীবন লাভের আশা ফ্রান্সিস ও তাঁর শিষ্যদের কাছে আসতে লাগলেন। তাঁরা তাঁদের কাছে অনুপ্রেরণা, আলো ও নির্দেশনা চাইলেন।

রোম থেকে ফিরে নতুন উদ্যম ও অনুপ্রেরণায় তাঁরা বাণী প্রচার কাজে নেমে পড়লেন। তাঁদের প্রচার কাজ ও সুন্দর জীবনাদর্শ দেখে অনেক মানুষ মন পরিবর্তন করলেন। অনেক সময় প্রচার কাজে বের হয়ে কোন উপদেশ না দিয়ে নিরবেই আবার ঘরে ফিরে আসতেন। তাঁকে যদি প্রশ্ন করা হতো তিনি প্রচার করতে ভুলে গেছেন নাকি, তখন উত্তর দিতেন, তাঁদের আত্ম-সংযম ও নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমা, প্রার্থনা ও পবিত্রতার জীবনাদর্শ নিরবে অনেক প্রচার কাজ হয়ে থাকে। কারণ ফ্রান্সিস কোন কিছু নিজের জন্য না রেখে ঈশ্বরকে ভালবেসেছেন। প্রফুল্ল চিত্তে হাসি মুখে কোন রূপ আপোষ না করেই জীবনের তিক্ততা ও ক্রুশ বহন করেছেন। সেটাই ছিল তাঁর পরিপূর্ণ আনন্দ। ঈশ্বরের প্রতি এই ভালবাসা থেকেই তিনি সমস্ত সৃষ্টির প্রতি ভালবাসার প্রেরণা পেয়েছেন। ফ্রান্সিসের কাছে সমস্ত সৃষ্টি ছিল তাঁর ভাইবোন।

কয়েক বৎসর পর যখন তাঁদের ধর্মসংঘ অনেক ব্যাপকতা লাভ করল তিনি তখন ধর্মসংঘের প্রধান পদটি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ঈশ্বরের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য তাঁর এখন অনেক সময়। তাঁর কঠিন প্রায়শ্চিত্ত, তাঁর উচ্ছাস বা ভাবাবেস এবং ক্রুশবিদ্ধ যিশুর যে ক্ষত চিহ্ন তিনি পেয়েছেন সবই খ্রিস্টের প্রতি তাঁর ভালবাসার কারণে। তাঁর জীবনের শেষ দুই বৎসর ফ্রান্সিসকে অনেক শারিরীকভাবে ব্যথা যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমেই দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল এবং দৃষ্টি শক্তিও তিনি ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলেছিলেন। শারিরীক নানা যন্ত্রণার মধ্যেও ফ্রান্সিস সব সময় প্রফুল্ল ও আনন্দিত থাকার চেষ্টা করতেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর অনুসারীদের ফ্রান্সিসের শেষ উপদেশ ছিল– তাঁরা যেন একে অপরকে ভালবাসে, দরিদ্র্যতার ব্রত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে, কর্তৃপক্ষের যেন বাধ্য থাকে, পুণ্যপিতা পোপের প্রতি যেন আনুগত্য প্রকাশ এবং পুণ্যতম জননী কুমারী মারীয়ার যেন মধ্যস্থতা কামনা করে। শিষ্যদের অন্তিম কিছু দিক নির্দেশনা দেয়ার পর ১২২৬ খ্রিস্টাব্দের ৩ অক্টোবর ৪৫ বৎসর বয়সে মারা যান। ফ্রান্সিস মৃত্যু মুখে পতিত হলেন তাঁর শাশ্বত পুরস্কার লাভ করার জন্য।

আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের জীবন আমাদের অনুপ্রাণিত করে জাগতিকতা থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হওয়া। ফ্রান্সিসের জীবন থেকে আমরাও আমাদের জীবনের জন্য নির্দেশনা গ্রহণ করতে পারি।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস বাংলাদেশ একটি জাতীয় পর্যায়ের স্থানীয় অলাভজনক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, যা সমাজ কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA) দ্বারা (নিবন্ধন নং ০০০৩২-০০২৮৬-০০১৮৪ তারিখ ১৬ মার্চ, ২০০৮) নিবন্ধনের মাধ্যমে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ হতে কারিতাস বাংলাদেশ, প্রোগ্রাম অংশীদারদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকাগুলোতে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির কার্যক্রম শুরু করে। এই প্রতিষ্ঠানের ঢাকা অঞ্চলের আওতাধীন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে জরুরী ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পদে নিয়োগ ও প্যানেল তৈরীর জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে দরখাস্ত আহবান করা হচ্ছে। প্রার্থীর যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও শর্তাবলী সমূহ নিম্নরূপঃ

পদের বিবরণ	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য যোগ্যতা
১) **পদের নাম ঃ ক্রেডিট অফিসার (সিএমএফপি)** **পদ সংখ্যা ঃ** ০৬ টি **বয়স ঃ** ২২-৩৫ বছর (১৫/০৯/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী)। **বেতন ঃ** শিক্ষানবীশকালে সর্বসাকুল্যে ১৫,০০০/- (পনেরো হাজার) টাকা।	• এইচ.এস.সি পাশ। • গ্রাম/প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থান করে দরিদ্র মানুষের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। • মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতা আছে এমন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
২) **পদের নাম ঃ কেয়ারটেকার-কাম-কুক (সিএমএফপি)** **পদ সংখ্যা ঃ** ০২ টি **বয়স ঃ** ২২-৩৫ বছর (১৫/০৯/২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ অনুযায়ী) **বেতন ঃ** শিক্ষানবীশকালে সর্বসাকুল্যে ১২,০০০/-(বারো হাজার টাকা।	• ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পাশ হতে হবে। • রান্নার কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • অফিস রক্ষণাবেক্ষণের কাজে পারদর্শী হতে হবে। • মাঠ পর্যায়ের অফিসে অবস্থান করে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

সুবিধাদি ঃ চাকুরী স্থায়ীকরণের পর সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যেমন পিএফ, গ্র্যাচুইটি, ইন্স্যুরেন্স স্কীম, হেল্থ কেয়ার স্কীম এবং বৎসরে দু'টি বোনাস প্রদান করা হবে।

কর্মস্থল ঃ মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুর জেলাধীন সিরাজদিখান, লৌহজং, শ্রীনগর, নবাবগঞ্জ, রূপগঞ্জ, আড়াইহাজার, কাপাসিয়া এবং কালীগঞ্জ উপজেলা।

আবেদনের শর্তাবলী ঃ

১. আঞ্চলিক পরিচালক বরাবর আবেদনের জন্য আবেদন পত্রে যে সকল বিষয়গুলো অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে ঃ ক) প্রার্থীর নাম খ) পিতার নাম /স্বামীর নাম গ) মাতার নাম ঘ) জন্ম তারিখ ঙ) বর্তমান ঠিকানা/যোগাযোগের ঠিকানা চ) স্থায়ী ঠিকানা ছ) মোবাইল নম্বর জ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঝ) ধর্ম ঞ) জাতীয়তা ট) বৈবাহিক অবস্থা ঠ) চাকুরীর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বর্তমান ও পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, কর্মরত তত্ত্বাবধায়ক/ব্যবস্থাপকের নাম, পদবী, ই-মেইল এডড্রেস ও মোবাইল নম্বর আবেদনে উল্লেখ করতে হবে। চাকুরীর অভিজ্ঞতা নেই এমন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে (পরিবারের সদস্য কিংবা আত্মীয় নন) দুই জন রেফারেন্স এর নাম, ঠিকানা, ই-মেইল এডড্রেস, মোবাইল ফোন নম্বর ও আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক উল্লেখ করতে হবে (এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ/নিজ স্কুল/ কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ইত্যাদি)।

২. আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদপত্রের অনুলিপি, জাতীয় পরিচয় পত্র (NID), চারিত্রিক সনদ পত্র ও সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি জমা দিতে হবে।

৩. কারিতাসে চাকুরীরত প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদন করার দরকার নাই।

৪. চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের উপযুক্ত মূল্যের 'নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে' প্রার্থীর এলাকার ও পরিচিত দুই জন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে 'নির্বাচিত ব্যক্তি কর্তৃক আর্থিক অনিয়ম সৃষ্টি হলে তার দায় বহন করতে সম্মত রয়েছেন'- এ মর্মে লিখিত অঙ্গীকার প্রদান করতে হবে।

৫. নির্বাচিত প্রার্থীকে ৬ (ছয়) মাস শিক্ষানবীশকাল হিসেবে নিয়োগ দেয়া হবে তবে প্রয়োজনে আরও ০৩ (তিন) মাস বাড়ানো যেতে পারে। শিক্ষানবীশকাল সন্তোষজনক সমাপনান্তে স্থায়ী নিয়োগ দেয়া হবে এবং সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী বেতন/ভাতাদি প্রদান করা হবে ।

৬. ১নং পদের ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রার্থীকে কাজে যোগদানের পূর্বে জামানত হিসেবে ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা ও ২নং পদের নির্বাচিত প্রার্থীকে ২,০০০/-(দুই হাজার) টাকা জামানত হিসাবে জমা দিতে হবে, যা চাকুরী শেষে সুদসহ ফেরতযোগ্য। এছাড়াও, ১নং পদের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীকে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদপত্র কারিতাস ঢাকা আঞ্চলিক অফিসে জমা রাখতে হবে।

৭. ধুমপান ও নেশা দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

৮. প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র যোগ্য প্রার্থীদের বর্তমান ঠিকানায় লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হবে।

৯. ব্যক্তিগত যোগাযোগকারী বা কারোর মাধ্যমে সুপারিশকৃত প্রার্থীগণ অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

১০. আবেদনপত্র আগামী ১৮/১০/২০২৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ডাকযোগে/ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পৌছাঁতে হবে। সরাসরি কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না। পদের নাম খামের উপর স্পষ্ট করে লিখতে হবে।

১১. ত্রুটিপূর্ণ/ অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।

১২. এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

১৩. নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.caritasbd.org ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

কারিতাস বাংলাদেশ সকল ব্যক্তির মর্যাদা এবং অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিশেষভাবে, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠির মর্যাদা ও অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদানে সর্বদা দায়বদ্ধ থাকতে সচেষ্ট। কারিতাস বাংলাদেশের বিভিন্ন কার্যক্রমে সকল প্রকল্প অংশগ্রহণকারী, শিশু, যুবা ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের সুরক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েই বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর। কারিতাস বাংলাদেশের কোন কর্মী, প্রতিনিধি, অংশীদারীদের দ্বারা শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের যে কোন ধরণের ক্ষতি, যৌন নির্যাতন, যৌন হয়রানি, যৌন নিপীড়ন ও শোষণমূলক কর্মকান্ড সংঘঠিত হলে তা কারিতাস বাংলাদেশের শূণ্য সহ্য নীতিমালায় (Zero Tolerance) বর্ণিত শাস্তির আওতাভূক্ত হবে।

আবেদনের ঠিকানা
আঞ্চলিক পরিচালক
কারিতাস ঢাকা অঞ্চল
১/সি, ১/ডি, পল্লবী, সেকশন-১২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

"Caritas Bangladesh is an Equal opportunity employer"

বিজ্ঞ/২৩০/২৪

চিনির পুতুল

একদা এক গুরুজী তার শিষ্যদের তার কাছে ডাকলেন। তারপর তিনি চারটি কাঁচের পাত্রে পানি রাখলেন। প্রথম পানির পাত্রে একটি মাটির পুতুল রাখলেন। মাটির পুতুলটি গলে গিয়ে পানিটুকু নোংরা করে, ময়লা করে ফেললো। দ্বিতীয় পানির পাত্রে তিনি একটি চিনির পুতুল রাখেন। চিনির পুতুলটি গলে গিয়ে পানিটুকু সুমিষ্ট করে তোলে। তৃতীয় পানির পাত্রে তিনি একটি স্পঞ্জের পুতুল রাখলেন। স্পঞ্জের পুতুলটি পাত্রের পানিটুকু শুষে নিল। চতুর্থ পাত্রে একটি পাথরের পুতুল রাখলেন। পাথরের পুতুলটি পানির পাত্রের পানিটুকু শুষেও নেয়নি, আবার বর্জনও করেনি।

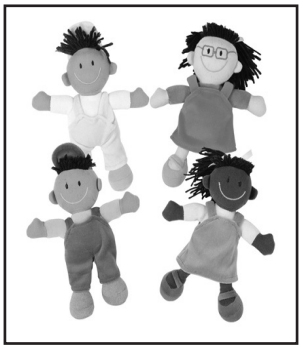

এবার গুরুজী গল্পটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এভাবে ব্যাখ্যা করলেন। প্রথম পাত্রে মাটির পুতুল গলে গিয়ে পানিটুকু নোংরা করে ফেলে। এর অর্থ হল আমাদের সমাজে কিছু মানুষ মাটির পুতুলের মতো। তারা সমাজে অন্যায়, অবিচার, মিথ্যাচার, দুর্নীতি এবং অনৈতিক ও অসামাজিক কার্যকালাপের মাধ্যমে সমাজকে প্রতিনিয়তই কলুষিত করছে। দ্বিতীয় পাত্রে চিনির পুতুল গলে গিয়ে পানি টুকুকে সুমিষ্ট করে তুলে। এরা সব সময় সমাজের কল্যাণ, ন্যায্যতা ,শান্তি, মিলন, ঐক্য স্থাপনের কাজে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে। তারাই সমাজের প্রকৃত মহৎ ব্যক্তি। তৃতীয় পাত্রে স্পঞ্জের পুতুল সবটুকু পানি শুষে নেয়। এর মর্মার্থ হলো আমাদের সমাজের কতিপয় লোক অত্যন্ত স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক ও লোভী। তারা কেবল সমাজের কাছ থেকে সুযোগ সুবিধা উপহার, সেবা পেতে ভালোবাসে। কিন্তু সমাজের জন্য ত্যাগ স্বীকার, মঙ্গল উপহার সাধন করে চায় না। চতুর্থ পাত্রে পাথরের পুতুলটি পানি গ্রহণ করে না, আবার বর্জনও করে না। আমাদের সমাজে কিছু লোক পাথরের পুতুলের সাথে তুলনীয় তারা সমাজের কোন কল্যাণ ও মঙ্গল সাধন করে না। আবার সমাজ থেকে কোন সাহায্য -সহযোগিতা আশাও করে না। পরিশেষে গুরুজী শিষ্যদের জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন ধরনের পুতুল হতে চাও ? মাটির পুতুল, চিনির পুতুল, নাকি পাথরের স্পঞ্জের পুতুল, নাকি পাথরের পুতুল ? সবাই উত্তর দিল, "আমরা চিনির পুতুল হতে চাই।"

অনুবাদ: ফাদার জর্জ কমল রোজারিও, সি এস সি

সূত্র : ইন্টারনেট

(গল্পে গল্পে নীতি শিক্ষা (১ম খন্ড)

আমার ভাবনা

সঞ্চারী মারিয়া রোজারিও

রক্ত মাংসের মানুষ হলেও
আমার ভাবনা আকাশ ছোঁয়া।
ডানা মেলে উড়ে যাই
সেই দূরের নীল দিগন্তে।
সাঁজাই আমার জগৎকে
আমার ভাবনারই মতো করে।
রূপকথার জগৎ আমার
নানান কাব্য ও গল্পের মেলা।
আমি হলাম কাব্যপ্রেমিক
সাঁজাই আমার ভাবনার কবিতা।
বন্ধু আমার ভালোবাসা
আছে আমার এই খেলাঘরে।
রংধনু মিশে আছে
আমার ভাবনা ও জগৎ জুড়ে।

জাগ্রত বিবেক

ক্ষুদীরাম দাস

মানবতা যেখানে ধ্বংস
সেখানে জাগ্রত বিবেক
লজ্জায় মুখ ঢেকে রাখে।
চেতনাবোধ যখন ঘুমন্ত
দুষ্টের দল তামাসা করে;
অবশ বিবেকের হাসি মুখে।

দুর্নীতি, মিথ্যাচারিতা প্রকাশিত হয় না
তাই চেতনাহীন মানুষের ভিড় বেড়েছে;
আবার কারো কারো চেতনা মরে যায়নি;
তবু একদিন চেতনা ফিরবে,
জাগ্রত বিবেক সম্বিত ফিরে পাবে,
আর রক্ষা পাবে এ ধরণী।

ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর ৪৬তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন

ফাদার আলবাট রোজারিও : গত ২ সেপ্টম্বর, সোমবার, রমনা সেন্ট মেরীস ক্যাথিড্রালে গভীর ভক্তি শ্রদ্ধায় পালন করা হয় আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর ৪৬তম মৃত্যুবার্ষিকী। অনুষ্ঠানের তিন পর্বে ছিল– জীবন সহভাগিতা, প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী ও পবিত্র খ্রিস্টযাগ। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, সহকারী বিশপ সুব্রত বি গমেজ, অবসরপ্রাপ্ত বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি, ৪০ জন যাজক, উল্লখযোগ্য সংখ্যক সিস্টার, সেমিনারীয়ান, নবিস ও খ্রিস্টভক্তগণ। অনুষ্ঠানের শুরুতে ফাদার আলবাট রোজারিও আগত সকলকে স্বাগত জানান ও অনুষ্ঠান সূচী সম্পর্কে সকলকে অবগত করেন।

বক্তৃ পর্বে মায়া গাঙ্গুলী আর্চবিশপের কর্মময় জীবনের উপর স্মৃতিচারণ করেন। তিনি আর্চবিশপের কিছু গুণের কথা উল্লেখ করে আমাদেরকে তা অনুকরণ করতে অনুরোধ করেন। তার বক্তব্যের পর খ্রিস্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালনায় আর্চবিশপের কর্মময় জীবনের উপর একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

এর পরপরই পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি। অন্যান্য বিশপগণ ও ফাদারগণ তাকে সহায়তা করেন। খ্রিস্টযাগের উপদেশে কার্ডিনাল বলেন, আর্চবিশপ ছিলেন মিতব্যয়ী, দুঃস্থ ও গরীব লোকদের প্রতি উদার। তিনি ছিলেন নম্র। তিনি কখনো কোন কিছু করার সরাসরি আদেশ করতেন না বরং অনুরোধের সুরে বলতেন। তিনি উচ্চ শিক্ষিত হয়েও কখনো শিক্ষার গরিমা দেখাতেন না।

খ্রিস্টযাগ শেষে তার কবর আশীর্বাদ করা হয়। এপর কার্ডিনাল, বিশপ, ফাদার, সিস্টার, বিভিন্ন সংঘ সমিতির পক্ষ থেকে কবরে পুষ্পার্ঘ প্রদান এবং মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

এর আগের দিন আর্চবিশপের নিজ বাড়ী ও ধর্মপল্লীতেও তার মৃত্যু বার্ষিকী পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ উপস্থিত ছিলেন এবং খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন।

খ্রিস্টীয় গঠন ও মানব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (পোস্ট এইচএসসি)- ২০২৪

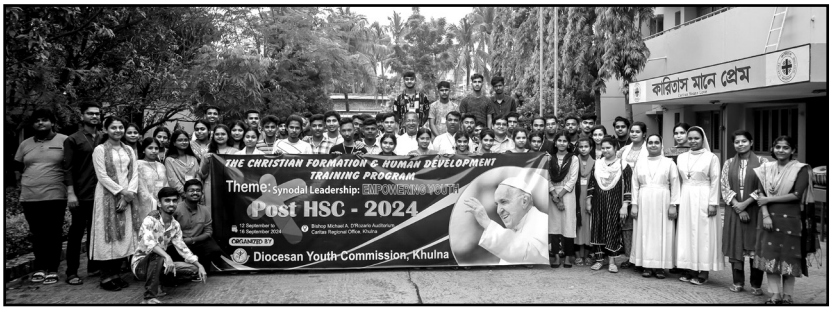

নিকোলাস বিশ্বাস: গত ১২ সেপ্টেম্বর থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশন, খুলনার উদ্যোগে উক্ত ধর্মপ্রদেশের ১০টি ধর্মপল্লী থেকে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের নিয়ে বিশপ মাইকেল এ ডি'রোজারিও অডিটোরিয়াম, করিতাস খুলনায় খ্রিস্টীয় গঠন ও মানব উন্নয়ন (পোস্ট এইচএসসি)-২০২৪ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে ৪৮ জন অংশগ্রহণকারী, ৮ জন এনিমেটর, ২ জন ফাদার, ২জন সিস্টার, ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের দুই জন প্রতিনিধি সার্বক্ষণিক উপস্থিত ছিলেন। ১৩ সেপ্টেম্বর উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগ ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন ফাদার বাবলু লরেন্স সরকার। ফাদার বাবলু লরেন্স সরকার, মি. নিকোলাস বিশ্বাস, ফাদার উদয় শিমন মন্ডল, ব্রাদার রতন প্যাট্রিক গমেজ সিএসসি, ফাদার যাকোব এস বিশ্বাস, মি. উত্তম ব্লেইস ভট্টাচার্য, মি. এ্যালেক্স নিলয় বিশ্বাস, ফাদার মিম্মো পিয়েতাঞ্জো এসএক্স, ফাদার জুয়েল ম্যাকফিল্ড, মি. পবিত্র কুমার মন্ডল, মি. প্রিতম গোস্বামী, মিসেস. মিলিতা পাড়ৈ, ফাদার বিকাশ জেম্‌স রিবেরু সিএসসি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশের যুব কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করেন- মি. জ্যোতি মুর্মু ও মি. ফ্লেভিয়ান ডি'কস্তা। সমাপনী খ্রিস্টযাগ ও পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘটে। উক্ত প্রশিক্ষণে অত্যন্ত ভক্তিপূর্ণ ভাবে পাপস্বীকার ও পবিত্র ক্রুশের আরাধনা করা হয়। এছাড়াও অ্যাকশন সং, নাটিকা প্রতিযোগিতা ও বিনোদনের ব্যবস্থা ছিল। প্রশিক্ষণে যে দল গঠন করা হয়েছে সে দলের নাম গুলো আমাদের দেশের আদিবাসী ভাইবোনদের সম্মান প্রদর্শন করে তাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নামে করা হয়েছে (গাঁরো, সাঁওতাল, চাকমা, মারমা, ওরাঁও)। প্রশিক্ষণ পরিচালনায় ছিলেন ফাদার রিপন সরদার- ধর্মপ্রদেশীয় যুব সমন্বয়কারী, খুলনা ধর্মপ্রদেশ এবং ফাদার জেমস্ চন্দন বিশ্বাস- সহকারী যুব সমন্বয়কারী, খুলনা ধর্মপ্রদেশ।

এইচএসসি পরীক্ষোত্তর মানবিক ও খ্রিস্টীয় গঠন প্রশিক্ষণ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

গত ৯ - ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ ঢাকা মহাধর্মপ্রশীয় যুব কমিশনের আয়োজনে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লীর এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রী দোম আন্তনীও পালকীয় কেন্দ্র, নাগরীতে মানবিক ও খ্রিস্টীয় গঠন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে।

প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন হয় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার তুষার জেমস্ গমেজ, পরিচালক সিবিসিবি সেন্টার। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে বিভিন্ন প্রফেসর তাদের উপস্থাপনা তুলে ধরেন। বিভিন্ন বিষয়গুলি ছিল - ধর্মশিক্ষা জীবনের শিক্ষা, মাদকের ভয়াবহতা, প্রভাব ও প্রতিকার, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও যুব সমাজ, যুব সংলাপ:স্বপ্ন, চ্যালেঞ্জ, যৌন জীবন, স্বাস্থ্য ও সম্পর্ক, খ্রিস্টীয় বিবাহ ভাবনা ও প্রস্তুতি, খ্রিস্টবিশ্বাস মন্ত্র এবং সংস্কারীয় জীবন, আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মউন্নয়নের প্রচেষ্টা, পরিবর্তনশীল বাস্তবতা: ব্যক্তির অভিযোজন এবং সাড়াদানের দক্ষতা, দ্বন্দ্ব এবং মানসিক চাপ মোকাবেলা, পেশা নির্ধারণে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব, বন্ধুত্ব এবং আধ্যাত্মিকতা, ক্যারিয়ার নির্দেশনা, যুব নেতৃত্বে খ্রিস্টীয় নৈতিকতা। এছাড়াও ছিল দলীয় অভিনয়, সৃজনশীল উপস্থাপনা যার মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের মেধা সৃজনশীলতা প্রকাশ করার সুযোগ পায়। এ প্রশিক্ষণে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে মোট ৭৮ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এছাড়া ১০ জন এনিমেটর ফাদার ও সিস্টার সার্বক্ষণিক ভাবে সহায়তা করেন। শেষ দিনে দলীয় কাজের পুরস্কার এবং সার্টিফিকেট বিতরণের মধ্য দিয়ে এইচএসসি পরীক্ষোত্তর মানবিক ও খ্রিস্টীয় গঠন প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়।

পোপের বিশ্বব্যাপী প্রার্থনা নেটওর্য়াক (PWPN) প্রোগ্রাম

সিস্টার মেরী খ্রীষ্টিনা এসএমআরএ: বিগত ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ ভাওয়াল আঞ্চলিক *Pope's Worldwide Prayer Network- Eucharistic youth movement (PWPN–EYM)* মুভমেন্টের উদ্যোগে নাগরী ধর্মপল্লীর জ্যোতি ভবনে একটি সেমিনার করা হয়। উক্ত সেমিনারে ধরেন্ডা, মঠবাড়ী, নাগরী, রাঙ্গামাটিয়া, ভাদুন, তুমিলিয়া ও দড়িপাড়া, ভাওয়ালের ৭টি ধর্মপল্লী থেকে ১০৪ জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করে। সেমিনারের প্রথমেই ছিল এসএমআরএ সিস্টারদের দ্বারা পরিচালিত প্রারম্ভিক প্রার্থনা। এরপর ১১ টি প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে সেমিনারের উদ্বোধন করা হয়। অতঃপর ভাওয়াল আঞ্চলিক কো-অর্ডিনেটর সিস্টার মেরী খ্রীষ্টিনা, এসএমআরএ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। তিনি তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে উল্লেখ করেন, পিডব্লিওপিএন হলো পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার একটি মুভমেন্ট। বাংলাদেশে ভাওয়াল অঞ্চলে প্রথম এ মুভমেন্টের যাত্রা শুরু হয়। এর সাথে যুক্ত হয়ে আমরা পুণ্য পিতার সাথে যুক্ত হলাম। পি ডব্লিও পি এন- ই ওয়াই এম এর ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও সিএসসি, তার বক্তব্যে পি ডব্লিও পি এন- ই ওয়াই এম এর সূচনা পর্ব, ইতিহাস, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, চেলেঞ্জ, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপায় ইত্যাদি অত্যন্ত সুন্দরভাবে পর পর উপস্থাপন করেন। তিনি পি -ই ওয়াই এম এর আধ্যাত্মিকতা তুলে ধরেন।

কতকজন অংশগ্রহণকারী এ মুভমেন্ট সম্বন্ধে জানতে পেরে এবং পুণ্যপিতার এ আধ্যাত্মিক যাত্রায় ৯০টি দেশের ১৫০ মিলিয়ন কাথলিক খ্রিস্টভক্তের সাথে যুক্ত হতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

সবশেষে পবিত্র খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে প্রোগ্রামের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ভাওয়াল আঞ্চলিক চ্যাপলেইন ফাদার সাগর ক্রুশ। মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

সিংড়া আশ্রমে শিশুমঙ্গল দিবস উদযাপন

সিস্টার সিসিলিয়া সিং এসসি: গত ১৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার দিনাজপুর সিংড়া আশ্রমে শিশুমঙ্গল দিবস উদযাপন করা হয়। ৭৩ জন শিশু, ১ জন ফাদার, ১ জন সিস্টার, ১ জন ব্রাদার এবং ৫ জন এনিমেটর সহ মোট ৮১ জন অংশগ্রহণ করে। রেজিষ্ট্রেশনের পর শিশুদের ধর্মশিক্ষা, নাচ, গান ও র‍্যালির জন্য বিভিন্ন শ্লোগান শিখানো হয়। সকলের

মাথায় শিশুমঙ্গলের টুপি পরিয়ে শিশুমঙ্গলের আনন্দ র‍্যালি করা হয়। "আজকের শিশু আগামি দিনের ভবিষ্যৎ "এমন আরো অনেক শ্লোগান দিয়ে মিশনের পাশের গ্রামগুলো প্রদক্ষিণ করে মিশনে ফিরে আসে। এরপর পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের পিএমএস পরিচালক ফাদার জসীম মুর্মূ। শিশুরা আরতি, বাণীপাঠ ও বিভিন্ন উদ্দেশ্য প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করে। এরপর বাইবেল কুইজ এবং পুরস্কার দেওয়া হয়। পরিশেষে দুপুরের আহারের মাধ্যমে দিবসটি সমাপ্ত হয়।

মুক্তিদাতা হাইস্কুলে বিতর্ক প্রতিযোগিতা

ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন সিএসসি: "মানুষের সৌন্দর্য প্রকাশ পায় কথায় ও কাজে" এই প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে অতি আনন্দঘন ও উৎসাহ উদ্দীপনায় গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ মুক্তিদাতা হাই স্কুলের আয়োজনে দিন ব্যাপি ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত মোট দশটি দলের মধ্যে আন্তঃশ্রেণী বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ও মডারেটর হিসেবে সিনিয়র শিক্ষিকা মিসেস সুরুভী রোজারিও, সঞ্চালনায় মোছা. ইসরাত জাহান ইভা এবং বিচারক হিসেবে মিসেস মনিকা ঘরামী, মিসেস সবিতা মারান্ডী ও মি. বিনয় দাস উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সার্বিক দায়িত্বে মিসেস কেরিনা মার্ডী এবং সভাপতিত্ব করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন সিএসসি।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই অতিথি ও শিক্ষক-শিক্ষিকা, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং অভিভাবকদের আসন গ্রহণ করানোর পর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। মডারেটর তার বক্তব্যে বিতর্ক সম্পর্কে দুটি কথা বলেন এবং সকলকে স্বাগত জানান। অতপর সভাপতি মহোদয় দিনের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং দিন ব্যাপি আন্তঃশ্রেণী বিতর্ক প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করেন।

সভাপতি মহোদয় তার বক্তব্যে বলেন, শুধু লেখাপড়া নয়, এর পাশাপাশি আরো অনেক কিছুর অনুশীলন করা আবশ্যক। যেমন খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক চর্চা, বিতর্ক, হাতের লেখা, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি। এই সহশিক্ষা কার্যক্রম অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠতে ও আদর্শ ব্যক্তিত্ব গঠন করতে পারি।

দশটি দলই পক্ষে বিপক্ষে থেকে তাদের উপস্থাপনা, যুক্তি প্রদর্শন ও যুক্তি খণ্ডণ, তথ্য উপাত্ত প্রদানের মাধ্যমে বিতর্ক প্রতিযোগিতাকে প্রানবন্ত করে রাখে। পরিশেষে পুরস্কার বিতরণ, জলযোগ ও সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভাপতি মহোদয় দিন ব্যাপি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কারিতাসের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সৃষ্টি উদ্‌যাপনকাল পালন

কারিতাস ইনফরমেশন ডেস্ক: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে কারিতাস বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সিজন অব ক্রিয়েশন (সৃষ্টি উদ্‌যাপনকাল) পালন করা হয়। এই বছরের 'আশা করি এবং সৃষ্টির সাথে একত্রে কাজ করি' প্রতিপাদ্য নেওয়া হয়েছে রোমীয় ৮:১৯-২৫ পদের আলোকে 'আশার প্রথম ফসল' প্রতীক থেকে অনুপ্রাণীত হয়ে।

অনুষ্ঠানে কারিতাস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক সেবাষ্টিয়ান রোজারিও, পরিচালক-অর্থ ও প্রশাসন রিমি সুবাস দাশ, পরিচালক-কর্মসূচি দাউদ জীবন দাশ, কারিতাস লুক্সেবার্গের প্রতিনিধি সুবাস চন্দ্র সাহাসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল সর্বজনীন প্রার্থনা, সৃষ্টির উদযাপনকাল বিষয়ক পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের ভিডিও বার্তা প্রদর্শনী, কারিতাসের কার্যক্রমের উপস্থাপনা, বীজ বিতরণ, বক্তব্য ও ব্যক্তিগত সহভাগিতা।

কারিতাস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক অনুষ্ঠানে বলেন, আমরা সবাই যেনো প্রকৃতির সাথে আমাদের নিবিড় সম্পর্কের কথা বিভিন্নভাবে উপলব্ধি করতে পারি আর এই পৃথিবীকে আরোও বেশি ভালোবাসি। মানুষ প্রকৃতি ছাড়া বাঁচতে পারে না কিন্তু প্রকৃতি মানুষ ছাড়া বাঁচতে পারবে। আজকের দিনের আহ্বান হলো: প্রকৃতির সাথে আমাদের যে নিবিড় সম্পর্ক সেটাকে যেন আমরা স্বীকার করি। তার যত্ন নিই এবং একই কাজ করতে অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করি।

পরিচালক-কর্মসূচি দাউদ জীবন দাশ পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের লাউদাতো সি সর্বজনীনপত্রের আলোকে বলেন, 'পুণ্য পিতা পোপ মহোদয় জীবাশ্ম জ্বালানি যেমন কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, এবং নবায়নযোগ্য শক্তি যেমন সৌর বিদ্যুৎ, বায়ু শক্তি, জলবিদ্যুৎ ও জৈব জ্বালানী সৎ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। আমরা যা কিছুই ব্যবহার করি, আমরা যেন প্রকৃত প্রয়োজনকে বিবেচনায় নিয়ে ব্যবহার করতে শিখি।'

ড. আরোক টপ্য লাউদাতো সি সর্বজনীনপত্রের ৭টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে কারিতাস বাংলাদেশ যেসব কাজ করছে তা তুলে ধরেন। এছাড়া আলোচনায় অংশ নেন সঞ্জিব কুমার মন্ডল ও মেইনথিন প্রমিলা। শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পরিচালক-অর্থ ও প্রশাসন রিমি সুবাস দাশ।

The Christian Cooperative Credit Union Ltd., Dhaka

Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A, East Tejturibazar, Tejgaon, Dhaka-1215
Tel: 9123764, 9139901-2, 58152640, 58153316, Fax: 9143079
E-mail: cccu.ltd@gmail.com, Website: www.cccul.com
Online News:dhakacreditnews.com, Online TV:dctvbd.com

Ref: CCCUL/CEO/HRD/2024-2025/091 Date: 11th September, 2024

Advertisement for IELTS Course

We are very happy to inform everyone that we are going to start our 28th batch of IELTS Course. The course details are as follows:

Focus area of the course	: Speaking, Listening, Writing & Reading
Course starting date	: 05th October, 2024 (Tentative)
Duration of the course	: 2 months
Course fee	: Tk. 7,500/- (Including Application Form and Admission Fee)
Class Schedule	: Weekly 3 days (Saturday, Monday & Wednesday) from 6:00 pm - 8:00 pm
Collection of form	: Reception desk of the Credit Union and Website of Dhaka Credit
And Submission	: http://www.cccul.com/
Last day of admission	: 01st October, 2024
Admission eligibility	: Any students/youth can get admission (All Community).

- Those who want to move abroad for higher education will get preference.
- The Minimum education qualification is S.S.C.
- The course is taken by highly experienced teacher.
- Students must attend 90 % of the total classes.

Admission is open every working day during office hours.

Admission is open every working day during office hours.

Ref: CCCUL/CEO/HRD/2024-2025/092 Date: 11th September, 2024

Advertisement for the Spoken English & Life Style Course

We are very happy to inform everyone that we are going to start our 40th batch of Spoken English & Life Style Course. The course details are as follows:

Focus area of the course	: Speaking, Listening, Writing & Lifestyle
Course starting date	: 05th October, 2024
Duration of the course	: 2 months
Course fee	: Tk. 3,500 /- (Including Application Form and Admission Fee)
Class Schedule	: Weekly 3 days (Saturday, Monday & Wednesday 4:00 – 6:00 pm)
Collection of form	: Reception desk of the Credit Union and Website of Dhaka Credit
and Submission	: http://www.cccul.com/
Last day of admission	: 01st October, 2024
Admission eligibility	: Any students/youth can get admission (All Community).

- Those who are looking for a job after graduation will get preference.
- Those who want to move abroad for higher education will get preference.
- The Minimum education qualification is S.S.C.
- The course is taken by highly experienced teacher.
- A Certificate will be awarded after successful completion of the course.
- Students must attend 90 % of the total classes.

Admission is open for every working day in office hours.

Ignatious Hemanta Corraya
President
The CCCU Ltd., Dhaka

Michael John Gomes
Secretary
The CCCU Ltd., Dhaka

বিজ্ঞ/২২৯/২৪

তেজগাঁও ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা
পবিত্র জপমালার রাণী মা মারীয়ার পর্বোৎসব ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ

প্রিয় সুধী,

সবার প্রতি রইলো খ্রিস্টীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা। অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে, আগামী ১১ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ রোজ শুক্রবার তেজগাঁও ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা পবিত্র জপমালা রাণী মা মারীয়ার পর্ব মহাসমারোহে পালন করা হবে। মা মারীয়ার এই পর্বোৎসবে অংশগ্রহণ করতে ও তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করতে আপনারা সবাই আমন্ত্রিত।

পর্বকর্তাদের শুভেচ্ছা দান ১০০০ টাকা মাত্র।

ধন্যবাদান্তে,

পাল-পুরোহিত
ফাদার জয়ন্ত এস. গমেজ
০১৭২৬৩১১১৯৯

সহকারী পাল-পুরোহিত
ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও
ফাদার সনি মাইকেল রোজারিও
ও পালকীয় পরিষদ, তেজগাঁও, ঢাকা।

নভেনা খ্রীস্টযাগ
২ - ১০ অক্টোবর- ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ
সকাল ৬:০০ টা এবং বিকাল ৫:৩০ মিনিট

পর্বীয় খ্রীস্টযাগ
১১ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টবর্ষ
সকাল ৬:০০ টা এবং সকাল ৯:০০ টা

বিজ্ঞ/২২৮/২৪

বড়দিন সংখ্যা ২০২৪ এর জন্য লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে খ্রিস্টীয় শুভেচ্ছা নিবেন। এ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর "বড়দিন সংখ্যা ২০২৪" নতুন আঙ্গিকে ও নতুন পরিসরে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। তাই বড়দিন সংখ্যা ২০২৪ এর জন্য আপনার সুচিন্তিত লেখা (প্রবন্ধ ও নিবন্ধ, গল্প, স্মৃতিকথা, স্বাস্থ্য সমাচার, কবিতা ও কলাম) বিভাগ উল্লেখপূর্বক (খোলা জানালা, সাহিত্য মঞ্জুরী, যুব তরঙ্গ, মহিলাঙ্গণ) পাঠিয়ে দিন আগামি ১৫ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী:

১. যে কোন লেখায় উদ্ধৃতি বা কোন তথ্য সহায়তা নিলে তার জন্য অবশ্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। তাছাড়া তথ্যসূত্রও জানাতে হবে। এ ব্যাপারে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।
২. আপনাদের লেখা পূর্বে কোথাও ছাপানো হয়ে থাকলে, তা জানাতে হবে অর্থাৎ কোথায়, কখন ছাপানো হয়েছে, তা উল্লেখ করতে হবে। অথবা 'সৌজন্যে' লিখতে হবে।
৩. লেখা কম্পোজ করে, Sutonny MJ ফন্টে এবং MS Word 97-2003 Document-এ পাঠাতে হবে। হাতের লেখা গ্রহণ করা হয়, তবে তা কাগজের এক পৃষ্ঠায়, স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
৪. মণ্ডলীর শিক্ষার পরিপন্থী, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরাসরি, কিংবা নাম উল্লেখ করে কোন লেখা, তা ছাড়া মানবিক মর্যাদা, অধিকার ও মূল্যবোধ ক্ষুন্ন হয় এমন লেখা পরিহার যোগ্য।
৫. লেখা মান সম্মত হলেই কেবল ছাপানো হয়।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার,ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ৩৫
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 35
Regd. No. DA-33
❖ 29 September - 5 October, 2024, ১৪ - ২০ আশ্বিন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যা জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো বুক্ড	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org